সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তু তে

www.krishti.ca

DURGA PUJA 2022

Celebrating 26 Years Servicing our Community!

NORDIC

MANAGING BUILDING SYSTEMS

Commercial HVAC Maintenance

Building Upgrades

Building Automation

Security Systems

Pipe Repair & Restoration

Lighting

Nordic is an established expert in the mechanical industry making buildings work. We are proud of our team and our level of expertise as we continue to grow and evolve with our clients, partners and community, providing single source solution capabilities with complete building system solutions.

Nordic Mechanical Services Ltd.
NordicSystems.ca

780.469.7799

KRISHTI
Bengali Cultural Society of Edmonton
Corporate Access No. 5020433156

15848 13 Ave SW
Edmonton, AB T6W 2N5
www.krishti.ca
E-mail: info@krishti.ca
Phone: 780-964-9146

...Editorial...

Happy Durgotsav 2022!

Over the past two years, the worst pandemic that has caused disruption in the entire world is finally slowing down, and hopefully the situation will turn completely back to normal soon. When the indoor gathering rules were being relaxed, the members of **Krishti** started embarking on planning the major events for the year of 2022-2023. With youthful enthusiasm filled with renewed excitement, the members started participating cheerfully in all events like Bengali New Year's celebration, Picnic, Cultural Night. Now the members are thrilled to celebrate the Bengalee's largest festival "**Durga Puja**". We firmly believe that the hard work and efforts of our active members and ever increasing new members is making "**Krishti - Bengali Cultural Society of Edmonton**" a great platform for social gathering and an association that is near and dear to everyone's heart. The current Executive Committee along with other sub-committees would like to take this opportunity to express its sincere thanks and appreciations by acknowledging the help and assistance as well as the sponsorship & donation it has been receiving from many individuals and various business organizations towards the successful celebration of the community events, particularly "**Durga Puja**". Without the generous support and participation of the members, the celebration of our cultural traditions would not be possible.

Since it would be impossible to acknowledge and express thanks to each individual in this editorial section, it is needless to say without you, we are none.

We also feel for the members who have recently lost their near and dear ones. We always keep them in our prayers and thoughts.

Let's enjoy "**Durga Puja**" with friends and families. Let's create an open and sharing atmosphere so that we build a better future for our upcoming generation.

2022-2023 Executive Committee
'Krishti'...where culture begins
October 07, 2022

Current Executive Committee Members

President: Samarendra Maiti ∞ **Vice President:** Malay Samanta ∞ **General Secretary:** Rajib Sikder ∞ **Treasurer:** Subrata Das
Cultural Secretary: Bipro Dhar ∞ **Sports Secretary:** Shikha Pandey ∞ **Youth Secretary:** Rishav Das
Ex-Officio: Ranjan **Chowdhury**

PRIME MINISTER · PREMIER MINISTRE

October 7- 9, 2022

Dear Friends:

I am pleased to offer my warmest greetings to everyone attending the Durga Puga Festival, hosted by Krishti Bengali Cultural Society of Edmonton.

Durga Puja is a time to celebrate peace, hope and self-renewal. The past two years have been difficult as we protected one another from COVID 19, but this festival serves as a timely reminder of the ultimate triumph of light over darkness and invites us to remain optimistic in our daily lives. It is also a wonderful opportunity to recognize the tremendous contributions Canadians of the Hindu faith have made, and continue to make, to our country in all fields of endeavour. I am certain that festivalgoers will delight in the many performances, activities and exhibits planned for this vibrant showcase.

I would like to thank Krishti Bengali Cultural Society of Edmonton for bringing this festival to the community and for its commitment to promoting cross-cultural exchange. Events such as this are a wonderful reminder that Canada is truly a multicultural nation, made stronger and more resilient by our diversity.

Please accept my best wishes for an enjoyable and memorable experience.

Sincerely,

The Rt. Hon. Justin P. J. Trudeau, P.C., M.P.
Prime Minister of Canada

A Message from the Government of Alberta

It is a pleasure to send greetings to members and guests of the Krishti-Bengali Cultural Society of Edmonton as you celebrate Durga Puja.

This joyous festival is an important part of the lives of Bengali people here in Alberta and around the world. Cherished ceremonies in honour of the Goddess Durga have become part of our province's story and the rich diversity that strengthens our communities. Enjoy this opportunity to celebrate victory with friends and family.

Thank you to all those who helped make this event possible, and to the Krishti-Bengali Cultural Society of Edmonton for fostering Bengali culture and heritage in our province and building the bonds of the Bengali community in north and central Alberta.

Best wishes for health, happiness and prosperity. Happy Durga Puja!

Alberta

Contents

Features

07 দেবী দুর্গা: পৌরাণিক ঐতিহ্যের আলোকে..মানবর্দ্ধন পাল
09 Her Humble Servant..Shashwata Ghosh
09 শীত..পায়েল কাঞ্জিলাল
09 বাতিঘর...রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায়
10 বড় হওয়া...অশোকেন্দু সেনগুপ্ত
10 টেবিল ম্যানার্স..শুভঙ্কর দাস
11 ইউক্রেন ও রাশিয়া...বীথি চট্টোপাধ্যায়
11 আবার প্রেমের কবিতা..মামুন রশীদ
12 সহমরণ..সমরেশ চৌধুরী
12 প্রিয় রোদ্দুরকে..দিলারা হাফিজ
13 বঙ্কিম, পরস্ত্রী ও পরম প্রাপ্তি..রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
17 কিশোরী মেয়ের গল্প..দীপিকা ঘোষ
19 রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ...শেখর কুমার সান্যাল
23 জিতু সাঁওতাল ও আদিনা বিদ্রোহ...গোপাল লাহা
28 Drawings..Titas, Aparna, Kempes, Rishav
29 Drawings..Adwika, Avaani, Camelia
30 Drawings...Ishan, Oishiki, Renisa, Procheta
51 – 54 Members' List...
55 – 58 Donors' Wall..

KRISHTI
BENGALI CULTURAL SOCIETY OF EDMONTON

DISCLAIMER:

Every precaution has been taken to prevent errors or omissions and, therefore, no liability will be assumed by *"Krishti-Bengali Cultural Society of Edmonton"* for damages caused to anybody by such errors or omissions in the preparation and printing of this Durga Puja 2022 magazine. Also, *Krishti* is not responsible for inaccuracy of any information and will not take part in any controversy arising as a result of the articles, advertisements or any other items published in Durga Puja 2022 Souvenir Magazine. The user may verify the validity from the original source of the information.

দেবী দুর্গা: পৌরাণিক ঐতিহ্যের আলোকে

- মানবর্দ্ধন পাল

দুর্গা মাতৃস্বরূপা, পরমাপ্রকৃতি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি উৎসের কারণ এবং দেবাদিদেব মহাদেবের পত্নী। বাঙালির ঘরে দুর্গা কন্যারূপিনীও, বছরে একবার দেবীর পৃথিবীর পিতৃগৃহে আগমন।

এই দেবীর সৃষ্টিতত্ত্ব মহিষাসুর বধের সঙ্গে সম্পর্কিত।

বাঙালি হিন্দুদের জীবনে সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা। সব ধর্মই মানবজাতির জীবনে সংস্কৃতির অঙ্গ। সংস্কৃতি মানুষকে সম্মিলিত করে—মানুষে মানুষে মিলন ঘটায়। তাই পূজার পৌরাণিক বিধিবিধানের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্মিলন এবং আধুনিকায়ন ঘটেছে। ধর্মের সঙ্গে সংস্কৃতির মিলনে বর্তমানে দুর্গাপূজা পরিণত হয়েছে উৎসবে। শুধু উৎসব নয়, মহোৎসব। তাই লক্ষ করা যায়, বৈদিক পূজার উপচার ও সাত্ত্বিক নিয়মকানুনের চেয়ে মণ্ডপের সাজসজ্জা ও আনুষ্ঠানিকতার আড়ম্বর বেশি। অজস্র অর্থ ব্যয়ে মাতৃবন্দনা এখন পাড়ায় পাড়ায় প্রতিযোগিতা।

ভারতীয় পুরাণ শারদীয় দুর্গোৎসবের উৎস এবং ভারতবর্ষই দুর্গাপূজার আদি পীঠস্থান। বাঙালি হিন্দু ছাড়াও সনাতন ধর্মের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মধ্যেও প্রাচীনকাল থেকে দুর্গাপূজার প্রচলন আছে। তবে এই পূজা এখন আর বাংলা বা ভারতেই প্রচলিত নয়; বাঙালির এই প্রাচীনতম উৎসবটি বিস্তার লাভ করেছে প্রায় বিশ্বময়।

যেখানেই বাংলা ভাষা ও বাঙালি, সেখানেই বাংলার সংস্কৃতি। এখন ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়াসহ পৃথিবীর প্রায় সব মহাদেশেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছেন বাঙালি হিন্দুধর্মাবলম্বীরা। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় তো তাঁরা রীতিমতো একত্র হয়ে সমিতি ও সমাজই গড়ে তুলেছেন। তাই সেসব দেশে বাঙালি হিন্দুরা মিলে মহাসমারোহে দুর্গোৎসবের আয়োজন করছেন। তাতে আমাদের সাংস্কৃতিক উৎসব ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময়। বিদেশ-বিভুঁইয়ে পূজা-অর্চনা হয়তো শাস্ত্রসম্মত বৈদিক নিয়মে আয়োজন করা সম্ভব হয় না; তবে আনন্দ-উৎসবের কোনো কমতি নেই।

দুই

পুরাণমতে, দেবী দুর্গা জগজ্জননী। মাতৃরূপা এই মহামায়া সব শক্তির আধার। অজেয় এই ঐশী শক্তি যেমন স্নেহময়ী মাতৃস্বরূপিনী ও কল্যাণময়ী, তেমনি সর্বপ্রকার অসুরশক্তিবিনাশী। জগতের অমানবিক অশুভ শক্তিকে বিনাশ করে শুভ-সুন্দর-কল্যাণ এবং শান্তি প্রদায়িনীরূপে দুর্গাদেবী কৈলাস থেকে পৃথিবীতে আগমন করেন। শাস্ত্রমতে বছরে দুবার দুর্গাপূজা হয়—শরতে এবং বসন্তে। বসন্তে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজার নাম বাসন্তীপূজা আর শরৎকালে অনুষ্ঠিত পূজাকে বলা হয় শারদীয় দুর্গোৎসব। এই পূজা মূলত অকালবোধন। তবে শারদীয় দুর্গোৎসবই বাঙালিসমাজে উদ্‌যাপিত হয় মহাসমারোহে।

দেবী দুর্গার অকালবোধনের তাৎপর্যও পৌরাণিক। ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধ ও সীতা উদ্ধারের আগে অকালে শক্তিরূপিনী দুর্গার আরাধনা করেছিলেন। তখন ছিল শরৎকাল। এ জন্য শারদীয় দুর্গাপূজাকে অকালপূজা বলা হয়। অকালপূজায় দেবীকে বোধনের প্রয়োজন হয়; কিন্তু বসন্তকালের দুর্গাপূজায় বোধনের দরকার নেই। কারণ, শাস্ত্রমতে, শরৎ ঋতু দেবতাদের রাত্রিকাল। তাঁরা তখন থাকেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তাই দেবীর নিদ্রাভঙ্গের জন্য বোধন করতে হয়। কিন্তু বসন্তে দেবতারা জাগ্রত থাকেন বলে বোধনের প্রয়োজন হয় না। আদিকালে বসন্তকালের দুর্গাপূজাই ছিল মূল।

ত্রেতাযুগে সীতা উদ্ধারের লক্ষ্যে রামচন্দ্রের অকালপূজা থেকে কালক্রমে শারদীয় দুর্গাপূজাই মাহাত্ম্য লাভ করে এবং দুর্গোৎসবে পরিণত হয়।

দেবী দুর্গার বহুরূপ, বিচিত্র নাম, অনেক মাহাত্ম্য। বিভিন্ন পৌরাণিক গ্রন্থে এই দেবী বহুরূপে বর্ণিত হয়েছেন। দুর্গা মাতৃস্বরূপা, পরমাপ্রকৃতি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি উৎসের কারণ এবং দেবাদিদেব মহাদেবের পত্নী। বাঙালির ঘরে দুর্গা কন্যারূপিনীও, বছরে একবার দেবীর পৃথিবীর পিতৃগৃহে আগমন। এই দেবীর সৃষ্টিতত্ত্ব মহিষাসুর বধের সঙ্গে সম্পর্কিত। মহিষাসুর নামের এক মহাপরাক্রমশালী অসুরকে বধের লক্ষ্যে সব দেবতা মিলে মহাশক্তির আধার রূপে দেবী দুর্গাকে সৃষ্টি করেন। তিনি মহিষাসুর দৈত্যকে বিনাশ করেছিলেন বলে তাঁর আরেক নাম মহিষাসুরমর্দিনী। পুরাণে বর্ণিত আছে, রম্ভ নামে এক অসুর মহাদেবকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করে ত্রিলোকবিজয়ী এক পুত্র কামনা করেন। মহাদেবের বরে মহাশক্তিশালী মহিষাসুরের জন্ম হয়।

এই অসুর দেবতাদের বিতাড়িত করে স্বর্গরাজ্য দখল করে নেয়। স্বর্গ থেকে বিতাড়িত দেবতারা বিষ্ণুর কাছে এর প্রতিকার চাইলে বিষ্ণু বলেন, ব্রহ্মার বরে মহিষাসুর কোনো পুরুষ জাতির জীবের দ্বারা নিহত হবে না। সব দেবতার তেজ থেকে যদি কোনো নারী মহাশক্তির সৃষ্টি করা যায়, তবেই মহিষাসুরকে বধ করা সম্ভব। তখন সব দেবতার সম্মিলিত প্রার্থনার ফলে তাদের অমিত তেজ থেকে অপূর্ব লাবণ্যময়ী শক্তিদেবী দুর্গার আবির্ভাব ঘটে। সব দেবতার সম্মিলিত শক্তির স্বরূপ হলেন দুর্গা। তাদের তেজ থেকে দেবীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৃষ্টি।

তা ছাড়া, দেবগণ তাঁদের অস্ত্রও দেবীকে দান করেন। শিব দেন ত্রিশূল, বরুণদেব শঙ্খ, অগ্নি শীতঘ্নীশক্তি, পবন তূণীর ও ধনুক, ইন্দ্র দেন বজ্র ও যমদণ্ড, ব্রহ্মা কমণ্ডুল প্রভৃতি। মহিষাসুর এই মহাশক্তিময়ী দেবীর সংবাদ পেয়ে আনার জন্য দূত প্রেরণ করে ব্যর্থ হলে পরে ধরে আনতে সেনাপতিদের পাঠানো হয়। তারা দেবীর হাতে একে একে নিহত হলে মহিষাসুর স্বয়ং দেবীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এই ত্রিভুবনব্যাপী যুদ্ধে অসুরের বংশ ধ্বংস হয়। দুর্গাদেবী মহিষাসুরের বুকে ত্রিশূল বিদ্ধ এবং চক্র দ্বারা মস্তক বিচ্ছিন্ন করে তাঁকে বধ করেন।

তিন

দেবী ভাগবত, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী এবং কালিকা পুরাণে বর্ণিত আছে: দুর্গাদেবী মহিষাসুরকে তিনবার বধ করেন। প্রথমবার অষ্টাদশভুজা হয়ে উগ্রচণ্ডীরূপে, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার দশভুজা দুর্গারূপে। পুরাণে বর্ণিত হয়েছে, একদা ভদ্রকালীর মূর্তি স্বপ্নে দেখে মহিষাসুর আরাধনা শুরু করেন। দেবী দুর্গা আরাধনায় তুষ্ট হয়ে কাছে এলে মহিষাসুর বলেন, আপনার হাতে মৃত্যুর জন্য আমার কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু আপনার সঙ্গে আমিও যেন নরলোকে সবার পূজা পাই, দয়া করে তার ব্যবস্থা করুন। তখন দেবী বলেন, উগ্রচণ্ডী, ভদ্রকালী ও দুর্গা—এই তিন রূপে তুমি আমার পায়ের কাছে থেকে দেবতা, মানুষ ও রাক্ষসদের পূজা পাবে।

পুরাণে বর্ণিত আছে, সত্যযুগে সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য তিনবার দুর্গার পূজার্চনা করেছিলেন। ত্রেতাযুগে রাক্ষসরাজ রাবণ বসন্তকালের চৈত্র মাসে দুর্গাপূজা করতেন। আর রামচন্দ্র সীতা উদ্ধার ও রাবণবধের জন্য অকালবোধন করে শরৎকালে দুর্গাপূজা করেছিলেন। মহাকালের পরিক্রমায় সেই পৌরাণিক ঐতিহ্য এখনো সনাতন ধর্মাবলম্বীরা দেশে-বিদেশে পালন করে আসছেন।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, গ্রন্থকার

Her Humble Servant

- Shashwata Ghosh

Elegant yet bold,
Persisting and undiminished,
Golden poised eyes-
Gazing at a mere reflection.
Its own priceless portrait.
Pondering,
Who am I?
An imperfect sketch,
Demeaning sour gazes piercing through,
the unfaltering alibi.
You don't know me.
Tangy orange cotton,
A warm sunshine,
Illuminating the engulfing abyss of nothingness.
Scars of victory on its paws,
Strength in sync with its queen.
Who am I?
The humble servant,
The image,
Of strength and motherhood,
With her standing presence.
Triumph and strength,
I strut in on this very Earth.
But only for her courage,
Her strength.
Who are you, reflection?
A carbon copy.
Swallowed by lies.
Cowering in fear of,
strength herself.
Victory herself.
Oblivious to the triumph she carries,
Engraved in the body of her transport,
Her loyal servant,

"শীত"

- পায়েল কাঞ্জিলাল

বয়স বাড়ছে
টের পাচ্ছি শীতের আনাগোনা
পাশের আমগাছে পিঁপড়েরা ছুটে চলেছে
পুঞ্জীভূত খাদ্য ডেরায়
আমার কোনকিছু জমানো হলো না।
সম্পদ বলতে কোনদিন ছিলনা তেমন কিছু,
একটা বাড়ি,তিলকি নামের এক পথের কুকুর
ধুলো মাটি শৈশব, ঘামে ভরা গনগনে দুপুর
আর যা ছিল তা সকলেরই থাকে।

এই সময় ফেরিওয়ালা আসত শহরে
ছাতের ক্ষয়াটে রোদ পোহানোর অছিলায়
লুকিয়ে মায়ের আনন্দলোকে ডুব,
কমলালেবুগন্ধ মাদুরে মেখে থাকত।

দূরে কোথাও রেলগাড়ি চলে গেল
আগে হলে আমিও তল্পি গোছাতাম
যাওয়ার জায়গা সেদিনও ছিলনা সঠিক
আলসে অবেলা গন্তব্য খুঁজে বেড়ায়।

"বাতিঘর"

- রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায়

জ্যোৎস্না রাতের বাতি ঘর গুলো জ্বলে
চুপিশাড়ে ঢেউ গুলো আনচান করে
মরীচিকা হয়ে তুমি জ্বল
আলেয়া র সাথে মিছে তুমি খেলা করো
জ্যোৎস্না রাতেও বাতি ঘর গুলো জ্বলে
কেন মাঝি ফিরে যাও জ্যোৎস্নাতে
স্বফেন সমুদ্র রাতে কি চাও ফিরে পেতে
আমি বসে থাকি একা
ঢেউয়ের সাগরে থাকি কান পেতে
যদি ফিরে আসো একবার
দিগন্ত জ্যোৎস্না তে দেখে যেতে
আমি বসে থাকি একা একা
অনন্ত ভুবন খুজি মগোজেতে

“বড় হওয়া”

- অশোকেন্দু সেনগুপ্ত

ভেবেছিলাম আরও একটু বড় হলেই
দেখো, পৃথিবীটা বদলে নেব আমার মতো যেমন ইচ্ছে তেমন।
এরকম নাকি সবাই ভাবে, বড়ও হয় অনেকে
পৃথিবী বদলায় না।
তখন প্রশ্ন এক জাগে -
কেউ কী বড় হয়েছে? নাকি...,...

যারা চাইলেই বড় হতে পারত তারা
কেউ যেন বড় হতেই চায় না,
ছোট ছোট সুখ-দুঃখ নিয়ে খেলতে ভালবাসে
আর যারা জন্মেই বড় হয়ে মাতব্বর হয়ে ওঠে
তাদের আর পায় কে?
তাদের মুঠোয় পেতে কতজন দৌড়োয়, কতজনের মুঠোতে থাকে তাদের চুল,
তাদের দড়িদড়া, তাদের হাতেই থাকে যে ওদের মারণযন্ত্র ওরা জানে না।

ওরা জানেই না বড় হওয়া সহজ নয় বড়....

“টেবিল ম্যানার্স”

- শুভঙ্কর দাস

দিনের শেষে মাটিতে পা ছড়িয়ে ডাল-ভাত নিয়ে বসে পড়ি।
বড় বড় গ্রাস তুলে নিঃশেষ করে ফেলি নিমেষেই।
মাখতে মাখতে ডালের হলুদ লেগে থাকে সমস্ত তালু জুড়ে,
বাদামি ভাগ্যরেখা বিবর্ণ হয়ে গেছে সেই কবে!
প্রতিদিন মনেহয় এ অন্ধকার কেটে যাবে,
দু-টুকরো মাংস আসবে আগামীদিন।

নবারুণের কথা ভাবতে ভাবতেই শেষ করে ফেলি লেগ পিস।
হাড়ের গা থেকে সমস্ত মাংস খেয়ে ফেলার শেষে শব্দ করে ভেঙে ফেলি হাড়।
হাতকে উপুড় করে রাখি থালার ওপরে।

খিদে পেলে বড্ড নগ্ন লাগে টেবিলের সব পা।

টেবিল ম্যানার্স আসলে কী?

"ইউক্রেন ও রাশিয়া"
- বীথি চট্টোপাধ্যায়

আমরা সবাই পুতিন হতাম;
ইউক্রেন হাতে পেলে...
জনবসতিতে অবিরাম বোমা ফেলে।

রাস্তায় বসে কাঁদছে মানুষ
বাচ্চার হাত ছুঁয়ে ;
ঘরবাড়ি সব ধুলো হয়ে গেল
কুকুরটা পাশে শুয়ে।

ইউক্রেন হাতে পেলে?
আমরা অনেকে পুতিন হয়েছি
কাজের মেয়েটি কখনও দেরিতে এলে।

খেলনা জাহাজ ভেঙে পড়ে আছে
ঘরে সেনা ঢুকে আসে;
আমরা কখনও ইউক্রেন হই
ক্ষমতাবানের পাশে।

আঘাতের পর আঘাত আসতে থাকে
আমরা তখন ইউক্রেন হই
পাশে পেয়ে রাশিয়াকে।

সাইকেল চোর ধরে
হাটে বাজারে কি পুতিন দ্যাখোনি?
মারছে কেমন করে?

মাটি ফুড়ে ওঠে হঠাৎ রাশিয়া
দুর্বল হলে সেই দায় জেনো তারই।
থাপ্পড়ে কাজ নাহলে তখন?
মেরেও ফেলতে পারি...

কীভাবে থাকবে সেটাও শেখোনি?
ক্ষমতাবানের কাছে
থাকবার কিছু আজব নিয়ম আছে।

আকাশ ফাটিয়ে কাদের বাচ্চা
কাঁদছে এমন করে?

কার পোষ্যটা ধুলোকাদা মেখে
রাস্তায় একা ঘোরে?

হে জীবন তুমি ইউক্রেন থাকো
রাশিয়ার পাশে গিয়ে
প্রবাহিত হও রক্তক্ষরণ নিয়ে...

এ জীবন তুমি গোলাবর্ষণ
নিঃস্ব শহর জুড়ে;
নিজে তারপর সেই তাপে যেও পুড়ে।

সেই তাপে যাও অন্তর থেকে পুড়ে।

"আবার প্রেমের কবিতা"
- মামুন রশীদ

অযোগ্য ভাবি, বড় বেশি, তাই হারিয়ে ফেলার ভয়।
সুবিশাল ডানার নীচে যতো বেশি ভালোবেসে
আঁটকে রাখি, মেঘের স্ফুলিঙ্গে চমকে চমকে
ততো বেশি নীলে ভেসে যায় আকাশের আল্পনা।

তুমি তো নির্জন দ্বীপবাসী নও, উত্তাল সমুদ্রে
ঘন হয়ে আসা নারকেল সারিতে
ছুটতে ছুটতে তৃষ্ণার্ত নাবিক হুমড়ি
খেয়ে পড়বে। হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন ভাষার
হঠাৎ খুঁজে পাওয়া নিঃসঙ্গ মানুষ
অনর্গল বলতে থাকবে ক্ষয়ে ক্ষয়ে খসে যাওয়া
সেইসব হাল ছেড়ে দেবার গল্প, যাকে
অনুবাদে অক্ষম জেনেই স্পষ্ট হবে ইশারা।

তুমি তো নিঃসঙ্গ সেই বিপিনবিহারী নও,
উলঙ্গ হৃদয় নিয়ে, বসে আছো,
দূর মাস্তুলের অপেক্ষায়।
তবুও কেন হারিয়ে ফেলার ভয়?
অপেক্ষাতে, সন্দেহে, বন্ধুর পথে।

"সহমরণ"
- সমরেশ চৌধুরী

তুমি বলেছিলে
মধ্যগগনে চাঁদের গায়ে জোনাকি ফোটাবে
গৃহস্থালির উঠোন জুড়ে পদচিহ্নে এঁকে দেবে কোজাগরী রাত
কুমারী হাওয়া ছুঁয়ে দেবে কৃষকের বুক
পোয়াতি ফসলে ভরে যাবে ক্ষুধার্ত পেট
নবান্নের ভরা যৌবনের আঁচে
ফুটে উঠবে নতুন প্রেম
হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি তুমিই বলেছিলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার কথা
বংশীবাদক ফেরিওয়ালার কথা
পাঞ্চালির তুখোড় সংলাপ...
বহুরূপীর বাঘছালে আতরের গন্ধ।
তুমি বলেছিলে নিয়ে যাবে বেহুলার ডিঙি নিয়ে পরিযায়ী সাপের খোঁজে
লখিন্দরের ভিটেয়
সওদাগরী রাত পেঁচার বন্ধ্যাত্ব সকাল
তবু যারা অকালেও হেসে ওঠে শাড়ির আঁচলে আঁকা রমনীয় রতি বালুচরী সহস্র সুতো
যাযাবর বেদুইন পেছনে রেখে যায় স্মৃতির শরীর
ঢেকে রাখা মৃত গাছেদের চলমান শোক। ভাঙা বাসায় পাখির কান্না,
চোখ মুছে দিয়েছ যে শিশুর তার হুংকারে ইন্দ্রধনুর টঙ্কার
তুমি বলেছিলে
শত সহস্র আঘাত সয়ে চকচকে হয় হিরকদ্যুতি
যা কিছু বিচ্যুতি প্রস্তরলিপি
মুছে যাবে অহল্যার অভিশাপ ভালোবাসা পেলে।
ভরা জোয়ারে পূর্ণিমা রাতে
আমাকে ছুঁয়ে দিক সহমরণ !

"প্রিয় রোদ্দুরকে"
- দিলারা হাফিজ

প্রিয় রোদ্দুরকে অন্ধকার গৃহে
রেখে ফিরে আসে বিচূর্ণ বাতাস,
নয়ন কাঁদে নয়নের জলে, ধর্মে ও অভ্যাসে
আকাশের হৃদয় ভেঙে জেগে ওঠে মেঘের মণ্ড—
মাটি তবু নিথর বাক-শক্তিহীন, শোনে পাতালের ধ্বনি...

মানুষের কত হাসি বয়ে যায় অকারণে
কত কান্না পড়ে থাকে আনাদরে, বিবর্ণ-গোপন...

পাখিরা একা হলে কিছুকাল পরে হলেও সঙ্গী খুঁজে নেয়,
কিছু ব্যতিক্রমী মানুষ একা একা শোকের বিবরে
আমৃত্যু ঢেকে রাখে তার নিঃসঙ্গতা—
নিজেকে নিজে ভালোবাসার মতো ঘন নির্জনতা।

বঙ্কিম, পরস্ত্রী ও পরম প্রাপ্তি
- রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সাল ১৮৬৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৬। তাঁর জীবনে দুটি প্রবল সমস্যা। এক, তাঁর সুন্দরী স্ত্রী, যাকে বলে প্রবল সুন্দরী। দুই, তাঁর বিপুল ব্রিলিয়ান্স, যাকে বলে চোখ ধাঁধানো রৌশন। উভয়কেই সামলানো দায়। বঙ্কিম সংকটে।

এই প্রবন্ধের বিষয় অবিশ্যি বঙ্কিমের স্ত্রী নয়। এক পরস্ত্রী। রাজমোহনের বউ। রাজমোহনটা একটি অর্ধশিক্ষিত চোয়াড়ে হারামজাদা। তার বউয়ের নাম মাতঙ্গিনী। মাতঙ্গিনী একটা নাম হল? বঙ্কিম তাকে মনে মনে চাঁপা বলেই ডাকছেন। তা ডাকুন। তাতে কোনও সমস্যা নেই। সমস্যাটা অন্য জায়গায়। এইখানে বঙ্কিমের ব্রিলিয়ান্স নিয়ে দু-চার কথা গলিয়ে দিই। তাহলে এই ছাব্বিশ বছরের বাঙালি যুবার সংকট বুঝতে সুবিধে হবে। সংকটটি শুধুমাত্র বঙ্কিমের এবং সেই সময়ের। এবং বঙ্কিম। বঙ্কিম না হলে এই সমস্যা, বিপদ, বাধা, দ্বিধা ও আবর্তের মধ্যে তিনি পড়তেন না।

বঙ্কিমকে প্রায় বাল্যকালেই 'খুন' করলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। 'খুন' মানে তিনি তাঁর আত্মবিশ্বাস চুরচুর করে দিলেন। বঙ্কিম তখন বিদ্যালয়ের ছাত্র। যেমন ইংরেজি তেমন সংস্কৃত তেমন বাংলো। যেন সূর্য উঠছে ঝলমলিয়ে। বঙ্কিমের পরীক্ষার খাতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পাল্লায়। বিদ্যাসাগর বঙ্কিমের বাংলা পড়ে চেয়ার থেকে ছিটকে যান আরকি! ছি ছি, এই বাংলা ভদ্রঘরের ছেলে লিখেছে পরীক্ষার খাতায়। দিলেন যথাসম্ভব কম নম্বর। ছেলেটা সংস্কৃতই জানে না। না হলে তার বাংলায় সংস্কৃত শব্দের অলংকার এত কম কেন? পরীক্ষার ফল বেরল। বাংলায় বঙ্কিম কোনও রকমে পাস! খাতা দেখেছেন স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। দাদা সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্কিমকে বললেন, বলেছিলুম তোকে, বাংলা নিয়ে বেশি পাকামো করিসনি। তোর ধারণা হয়েছে, বাংলা ভাষা নিজের মতো চলবে। তার ব্যাকরণ স্টাইল সব আলাদা হবে। এখন ঠ্যালা বোঝ। কিন্তু হুগলি কলেজের অধ্যক্ষ দাঁড়ালেন বঙ্কিমের পক্ষে। দোষ চাপাবার সাহস দেখালেন বিদ্যাসাগরের ঘাড়ে। এই তাঁর সেই নোট :

There is some bias in the mind of the Examiner in regard to what he considers a good vernacular style. The Examiner was Iswarchandra Vidyasagar, who, as a product of the Sanskrit College had imbibed the notion that the only good Bengali style is in which there is a considerable infusion of high Sanskrit words.

এইবার বঙ্কিম-ব্রিলিয়ান্স ও আত্মপ্রত্যয়ের আর এক পরিচয়। ১৮৫৬ সাল। বঙ্কিম ১৮। পরপর বেরল বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা, বর্ণপরিচয়, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ইত্যাদি। আঠেরো বছরের বঙ্কিম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের এই সংস্কৃত-বাঙলার তর্জন-গর্জন অলংকার বাহুল্যের ঘাড়ে ছুঁড়ে মারলেন তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ (মাত্র ৪১টি পাতা) 'ললিতা : পুরাকালিক গল্প।' এবং ভূমিকায় জানালেন, এই বই যখন লিখেছিলেন তখন তাঁর বয়েস ছিল পনেরো। তারপর বঙ্কিম আরও লিখেছিলেন বৈ কি : এই গ্রন্থ পাঠে প্রতীতি জন্মিবেক যে ইহা বঙ্গীয় কাব্য রচনা রীতি পরিবর্তনের এক পরীক্ষা বলিলে হয়।

অর্থাৎ পনেরো বছরের বঙ্কিম বুঝতে পেরেছেন, বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার নিজস্ব প্রতিভাটি ধরতে পারেননি। তাঁর দেখানো পথে বাংলা ভাষা নিজস্বতা খুঁজে পাবে না। নতুনভাবে বাংলা ভাষাকে ভাঙতে হবে, গড়তে হবে।

এইবার বঙ্কিমের ব্রিলিয়ান্স নিয়ে সাহেবদের সংকটের কথাও কিঞ্চিৎ ছুঁয়ে যাই। আমরা এ-যুগের

লিলিপুট বাঙালিরা ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখতে পারি। ১৮৫৭। বঙ্কিম উনিশ। প্রতিষ্ঠিত হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রবর্তিত হয়েছে এনট্রান্স পরীক্ষা। বঙ্কিম সেই পরীক্ষা দিচ্ছেন। তাঁর বিষয়, ইংরেজি, গ্রিক, ল্যাটিন (ভাষা ও সাহিত্য), সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন ও গণিত। সেই সঙ্গে আইনও আছে। পরীক্ষা দিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের আইন বিভাগ থেকে। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ। সমস্যা হল, পরের বছরেই প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন পড়তে পড়তে বি.এ. পরীক্ষা দিচ্ছেন বঙ্কিম। সেই বছরেই তো বি.এ. পরীক্ষা শুরু হল। দশ জনের মধ্যে দু-জন উত্তীর্ণ : যদুনাথ বসু (সাধারণ বিভাগ), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (আইন বিভাগ)। পরীক্ষার ফল বের হল কি হল না, চুলোয় যাক, ধরো সোনার টুকরো ছেলেটাকে। সাহেবরা তড়িঘড়ি বিশ বছরের বঙ্কিমকে ধরে একই সঙ্গে যশোরের ডেপুটি কলেক্টর ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট করে দিলেন। সাহেবটি হলেন লেফটেনান্ট গভর্নর। ১৮৫৮। ৭ অগাস্ট। বঙ্কিমের হাতে এল নিয়োগপত্র। না বলবার উপায় নেই। সাহেবরা স্যর বলে করজোড়ে অনুরোধ করছেন। এদিকে ঘরে পনেরো বছরের সুন্দরী স্ত্রী। আহা রে, মেধাবী হওয়ার এ কী শাস্তি! এই বউকে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে ছেড়ে বঙ্কিমকে চলে যেতে হবে যশোর! যাওয়ার সময় একটি ব্রিলিয়ান্ট প্রেমপত্র লিখলেন জীবনসঙ্গিনীকে। তখন যদি জানতেন এই বউ আর বেশিদিন বাঁচবে না।

যদি দেহে প্রাণ ধরি আসিব হে ত্বরা করি,
তোরে ফেলে প্রাণে মরি, রহে না লো রহে না।
অন্তরে প্রণয় ডোরে, যে দৃঢ় গেঁথেছ মোরে,
প্রাণেতে ত্যজিতে তোরে, সহে না লো সহে না।

বঙ্কিম বেয়াড়া রকমের শিক্ষিত। সাহেবদের বেগ পেতে হয় পদে পদে। সাহেবদের লেখা ফাইল আসে বঙ্কিমের কাছে। বিচিত্র কাজের নানা সমস্যা, গতিবিধি, অনুমোদনের ফইল। বঙ্কিম প্রতিটি ফাইলে লেখেন নিজস্ব মন্তব্য। উক্তি, পছন্দ-অপছন্দের কথা। সাহেবরা অবাক হন পড়ে, কী নির্ভুল নিখুঁত ইংরেজি! প্রতিটি বাক্য গঠনে সুঠাম। প্রতিটি শব্দ প্রয়োগে অব্যর্থ। হস্তাক্ষরে ব্যক্তিত্বের ঋজুতা। বঙ্কিমের ইংরেজি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিটি খুঁজে পেয়েছে। এমনকী অফিশিয়াল নোটেও! যাই লেখেন বঙ্কিম ইংরেজিতে, তারই মধ্যে ধরা দেয় তাঁর বোধ ও মননের দ্যুতি। কিন্তু সাহেবদের বেহাল অবস্থা অন্যত্র। ইংরেজি বলতে বলতে হঠাৎ ল্যাটিনে চলে যান বঙ্কিম। কিংবা আলো ছড়ান গ্রিক ভাষার। ফ্রেঞ্চ, তাও তো বেশ আসে বঙ্কিমের। কিন্তু সাহেবদের অপ্রস্তুত করতে মাঝেমধ্যে সংস্কৃতও বলেন বঙ্কিম। কেউ কেউ অপ্রস্তুত হয়েও মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বলেন, আপনাদের সংস্কৃত ভাষাটা কী শ্রুতিমধুর। ইংরেজ তাঁদের এই বিশ বছরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে নিয়ে যতোটা গর্বিত ঠিক ততোটাই বেহাল।

এহেন বঙ্কিম ১৮৬৪-এর মার্চ মাসে, মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়েসে খুলনা থেকে বারুইপুরে বদলি হয়ে এসেছেন। তাঁর নিয়োগ পত্রে লেখা হয়েছে: Babo Bunkim Chunder Chatterjee, Dy. Magistrate and Dy. Collector, to the charge of the sub-Division of Barripore to exercise the full powers of a Magistrate in the 24-Pergunnahs.

কিন্তু ছাব্বিশ বছরের বঙ্কিম এই বিপুল দায়িত্বভার বহন করছেন পালকের মতো। তিনি অন্য একটি দায়িত্বভার ও দুশ্চিন্তায় নিদ্রাহারা রাত কাটাচ্ছেন। ভোর না হতেই পায়চারি করছেন বারান্দায়। তার মনের মধ্যে যে গল্পটি লতাপাতা ছড়িয়ে গজিয়ে উঠছে, সেটি একেবারেই বাঙালি গল্প! একটি উপন্যাসই বলা যায়। কিন্তু তার ভাষা ইংরেজি! গল্পটা এইরকম : এক যে আছে জমিদার পুব বাংলায়। জমিদার গেল মরে। বেঁচে আছে তার দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী ভার্যা। এ-বাড়ির প্রাচীন খানসামা বংশীবদন। বংশীবদন বিধবা তরুণীর সমস্ত সম্পত্তি মেরে দিয়ে দিব্য সংসার পাতল রাধাগঞ্জে মধুমতীর তীরে। এই তরুণী বিধবাটিকে বঙ্কিম বেশ রসবতী করেই ভেবেছেন। ওইটুকু দুষ্টুমি না করলে উপন্যাস চলবে কেন? তবে মূল উপন্যাস শুরু হচ্ছে বংশীবদনের নাতিদের গল্পে। দুই ভাই। মধুর ও মাধব। মাধব

ইংরেজি জানে। বেশ শহুরে। মেয়েদের সঙ্গে মিশতে পারে। যাকে বলে স্মার্ট গাই। মাধবের সঙ্গে চাঁপা মানে মাতঙ্গিনীর আশনাই হল। মাতঙ্গিনীর ছোটবোন হেমাঙ্গিনী। মাধব কিন্তু বিয়ে করল হেমাঙ্গিনীকে। আর হাড়হাবাতে রাজমোহন বিয়ে করল মাধবের প্রণয়িনী চাঁপা বা মাতঙ্গিনীকে। রাজমোহন একদিকে মাধবের প্রতি ঈর্ষায় ভোগে। আবার সারাক্ষণ সুন্দরী স্ত্রী চাঁপাকে সন্দেহ করে। ওই বুঝি সে লুকিয়ে মাধবের বিছানায় চলে গেল। আসল কথা ভায়রাভাই মাধবকে সে কিছুতেই সহজভাবে নিতে পারে না। ভুলতে পারে না হয়তো বা চাঁপার গায়ে আজও তার ভায়রাভায়ের চুমুটুমু লেগে আছে। এক সময়ে রাজমোহন চাঁপাকে খুন পর্যন্ত করতে যায়।

এ-গল্প আর বেশি দূর টেনে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। বঙ্কিম একুশ পরিচ্ছেদে তাঁর এই ইংরেজি উপন্যাস শেষ করেছেন এবং উপন্যাসটি Rajmohon's Wife নামে Indian Field সাপ্তাহিক পত্রে ধারাবাহিক ছাপা হয়েছে। এবং ছাপার অক্ষরের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন বঙ্কিম :
The newly awakened and joyous birds raised their thousand dissonant voices, while at intervals the 'papia' sent forth its rich thrilling notes into the trembling air.
No no no! বঙ্কিমের সমস্ত ভিতরটা প্রতিবাদে চিৎকার করে ওঠে। ছাব্বিশ বছরের বঙ্কিম বুঝতে পারেন, ইংরেজি নয়। কিছুতেই নয়। তাঁকে উপন্যাস লিখতেই হবে। এবং লিখতে হবে বাংলায়। বাংলা ভাষায় কি উপন্যাস লেখা সম্ভব? গল্প বলার ভাষা কি বাংলায় তৈরি হয়েছে? যেটুকু আশা ছিল সব শেষ করে দিয়ে গেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সংস্কৃত সর্বস্য বাংলা লিখে সম্পূর্ণ ভুল পথে চালিত করেছেন বাংলাকে। ভাষার চরিত্রটাকে নষ্ট করে দিয়েছেন। সেই ভ্রষ্টতা থেকে কীভাবে উদ্ধার করব বাংলাকে? সবাই তো ঈশ্বরচন্দ্রের মতোই লিখতে চান!

তিনি আবার পড়েন তাঁর ইংরেজি উপন্যাসের কটা লাইন : Leaving the mass of floating clouds behind, the sun advanced and careered on the vast blue plain that shone above. না না, এ হতে পারে না। আমাকে তৈরি করতেই হবে উপন্যাসের উপযুক্ত বাংলা ভাষা।

– বঙ্কিম, পারবে তো? নিজেকেই প্রশ্ন করেন ছাব্বিশ বছরের ইংরেজি লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি। পারতেই হবে। বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস লেখক তোমাকেই হতে হবে বঙ্কিম। বাংলা ভাষার স্যর ওয়াল্টার স্কট! তুমি, বঙ্কিম তুমি। তুমিই হবে সেই কীর্তি ও অমরত্বের দাবিদার। আবার দেখা দেয় দ্বন্দ্ব। দুই বিপ্রতীপ স্রোত। বাংলা ভাষায় না হয় বর্ণনা সম্ভব হবে। কিন্তু সংলাপ? বিভিন্ন চরিত্রের সামাজিক প্রেক্ষাপট বিভিন্ন। কেউ শিক্ষিত। কেউ অশিক্ষিত। কেউ জমিদার। কেউ ভৃত্য। কেউ গৃহবধূ। কেউ বেশ্যা। কেমন করে আমি মুখের বাংলায় নিয়ে আসব এতগুলি সূক্ষ্ম পরত, এমন সব নির্ভুল বিভেদ। অসম্ভব!

সম্ভব করতেই হবে এই আপাত অসম্ভবকে। বঙ্কিম, যদি কেউ পারে, পারবে তুমি-ই।

কিন্তু চাকরির দায়িত্ব? বদলির বিপদ? সাহেবদে সঙ্গে নানাভাবে মানিয়ে চলবার সমস্যা? সব সামলেও বাংলা উপন্যাস তোমাকে লিখতেই হবে বঙ্কিম। দিনরাত, অফিসের সমস্ত দায়িত্ব সামলেও তোমার মাতৃভাষাকে প্রাণদান করতে হবে বঙ্কিম। সংস্কৃত নয়। ইংরেজি নয়। বাংলা। বাংলা। বাংলা যে-ভাষা তুমি তোমার মায়ের কাছ থেকে শিখেছ বঙ্কিম। যে-ভাষা তোমার রক্তের প্রতিটি বিন্দুর সঙ্গে মিশে আছে। তাকে ভাঙো তুমি ইচ্ছে মতো। গড়ো তুমি ইচ্ছে মতো। ভুলে যাও সেই কৈশোরে তোমার আত্মবিশ্বাস চুরমার-করে দেয়া সংস্কৃত-পণ্ডিত বিদ্যাসাগরকে। তিনি সংস্কৃত জানতেন। বাংলা জানতেন না। তিনি বাংলা ভাষার শরীরটাকে দুমড়ে-মুচড়ে সংস্কৃত ব্যাকরণের খোলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। সেখান থেকে বাংলাকে বের করে এনে বাঙালির ভাষা করে তোলো তাকে। এর চেয়ে বড়

দায়িত্ব তোমার নেই বঙ্কিম। আজ এই মুহূর্ত থেকেই এই দায়িত্ব তোমাকে পালন করতে হবে বঙ্কিম। আর দেরি করার সময় নেই।

১৮৬৫। বঙ্কিম ২৭। বারুইপুর। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সর্বদা অমনস্ক। কাজের মধ্যেও কলম বন্ধ করে ভাবছেন। কিংবা এমন কিছু লিখছেন যার সঙ্গে প্রাত্যহিক কাজের কোনও সম্পর্ক নেই। তাঁর চোখ দুটিতে জ্বলে উঠেছে অচেনা আলো।

তিনি একদিন হঠাৎ উঠে পড়লেন। এজলাস ত্যাগ করলেন আচমকা।
বন্ধ করে দলেন তাঁর লাইব্রেরি ঘরের দরজা। কারও টোকা দেবার সাহস নেই।
ঘণ্টার পর ঘণ্টা খুলছে না দরজা।

বঙ্কিম লিখে চলেছেন একা ঘরে। তিনি লিখছেন। না কি অন্য কেউ লিখিয়ে নিচ্ছে তাঁকে দিয়ে?
এই লাইনগুলি ঝরে পড়ছে তাঁর কলম থেকে :
'যুবা পুরুষ উত্তর করিলেন, যদি একান্ত এ নিশীথে আপনারা পদব্রজে যাইবেন, তবে আমি আপনাদিগকে রাখিয়া আসিতেছি। এক্ষণে আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে, আমি এতক্ষণ নিজস্থানে যাত্রা করিলাম, কিন্তু আপনার সখীর সদৃশ রূপসীকে বিনা রক্ষকে রাখিয়া যাইব না বলিয়াই এখন এ স্থানে আছি। কামিনী উত্তর করিল, আপনি আমাদিগের প্রতি যেরূপ দয়া প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে পাছে আমাদিগকে অকৃতজ্ঞ মনে করেন, এজন্যই সকল কথা ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারিতেছি না। মহাশয়, যখন আমার প্রভু, এই কন্যার পিতা– ইহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি এ রাত্রে কাহার সঙ্গে আসিয়াছে, তখন ইনি কি উত্তর করিবেন?

যুবক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, এই উত্তর করিবেন যে, আমি মহারাজ মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহের সঙ্গে আসিয়াছি।'

বঙ্কিমের মুখে হাসি ফুটে উঠল। এখন কত রাত কে জানে। তিনি এই মাত্র সন্দেহাতীতভাবে জেনেছেন, তিনি পেয়ে গেছেন যা তিনি খুঁজছিলেন।

তিনি উঠে দাঁড়ান। টেবিল ছেড়ে উঠে যান লাইব্রেরির দরজার দিকে।

দরজাটি ধীরে খোলেন। ভোরের আলো সবে ফুটেছে। বঙ্কিমের ভৃত্য, খানসামা, এজলাসের দু-একটি কর্মচারী দরজা খোলার শব্দে এগিয়ে আসে। তাদের চোখে মুখে একটিই নীরব প্রশ্ন। স্যর, সমস্ত রাজ জেগে কাজ করলেন কেন?

– তোমরা সব বাড়ি যাওনি! আমি যা খুঁজছিলুম, তা পেয়ে গেছি কিন্তু।
– সবাই অবাক।
– বাংলায় উপন্যাসের সংলাপের ভাষা।
– সবাই নিজেদের মধ্যে চাওয়া-চাওয়ি করে ফ্যালফেলে দৃষ্টি।
– বাংলায় প্রথম উপন্যাস আমিই লিখছি। নাম দুর্গেশনন্দিনী।
বঙ্কিম লাইব্রেরি ঘরে ঢুকে সেজের আলোটি নিভিয়ে দেন। ভোরের পাতলা রোদ্দুর আজ কী সুন্দর।

কিশোরী মেয়ের গল্প

- দীপিকা ঘোষ

এবার বৃষ্টির মৌসুমে বৃষ্টি নয়। ধুলোর ঝড়ে ভরে উঠছিল চারপাশ। শহরের ব্যস্তময় পথঘাট ধুলোর ঝড়ে অন্ধ হয়ে যাচ্ছিলো। জলবায়ু বদলে যাচ্ছে। কিন্তু তাতে বিনোদিনীর কী আসে যায়? সে ফুটে ওঠার আনন্দে প্রতিদিন বিকশিত হয়। মুদিত কুঁড়ির পাপড়ি খুলে পুষ্পিত হয় রোজ রোজ। তার দিকে গৃহকর্ত্রীর চোখজোড়া সারাক্ষণই পাহাড়ায়। থাকবে না? এই বয়েসকে কি বিশ্বাস করতে আছে? বিশেষত ঘরে যেখানে যুবক ছেলের উপস্থিতি? কিশোরীর ফুটে ওঠার অবাধ্যতা বড় অস্থির করে মানালিকে। ছেলের সামনে বিনুর মুখে চকিত হাসির আভাস দেখলেই ফেটে পড়ে তপ্তকিরণ বিরক্তিতে -
এ্যাই! শুধু শুধু হাসছিস কেন? কী দেখে এত হাসি পায়? বলেই ছেলের মুখে তাকায়।

বিনু জবাব জানে না। কী উত্তর দেবে? চকিত হাসি আবারও শরীর ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। খিলখিলিয়ে জলকল্লোলের মতো আরও জোরে হেসে ওঠে কিশোরী। আড়াল নিয়ে সামনে বসা তরুণের দিকে চায়। উনিশ বছরের মৃন্ময় টিভির পর্দা ছেড়ে তার মুখে দৃষ্টি ছড়ায়। বিনুর আপাদমস্তকে লজ্জাবতীর পরশ লাগে। রঙের জোয়ারে রাঙা হয়ে ওঠে পলকে। অজানা অনুভবের চোয়ানো স্রোত চুঁইয়ে পড়তেই মানালির চোখের পাতা তিরতিরিয়ে কাঁপে। কী সর্বনাশা মুহূর্ত বারবার তার চোখের সামনে আসে যায়! এসব দৃশ্য দৃষ্টি ছুঁলে সহ্য করা যায় কখনো? তার হৃৎপিণ্ড তাই উথাল পাথাল করে। গভীর শঙ্কায় ধমকে ওঠে সে -
শুধু হাসাহাসি করলে চলবে? কাজ নেই? কখন বলেছি, ছাদ থেকে জামাকাপড় নামিয়ে আনতে?
বিনু অবশ্য ছাদে গিয়েছিল। কিন্তু শরৎ মেঘের মতো মন কোথায় যে হারায় থেকে থেকে। বলতে তাই ভুলে গিয়েছিল। এখন মনে পড়তেই খলখলিয়ে ওঠে -
ছাদে তো গিয়েছিলাম। শুকোয়নি।
কী করে শুকোবে? নিশ্চয়ই জড়ো করে রেখেছিলি?
নাঃ কাকিমণি...!
এটুকু বলতেই মুখে হাসি গড়ায়। চোখে গোপন অভিসার লুকোচুরির খেলা খেলে। দৃষ্টি জুড়ে রঙিন প্রজাপতি ঝলমলিয়ে ঝলসে ওঠে। মানালির বুকে আগুন জ্বলে তাতে -
হাসির রোগে ধরেছে নাকি যে কথা বললেই হাসি পায়? যা, ছাদে যা! দ্যাখ শুকোলো কিনা!
বিনু যেতেই ছেলের কণ্ঠস্বর জ্বালিয়ে দেয় জননীর বুক -
খামোকা ওকে ছাদে পাঠালে কেন?
খামোকা মানে?
তাছাড়া কী? বিনু বললো তো, শুকোয়নি! অযথা সিঁড়ি ভেঙে ...!
তা নিয়ে তোর এত মাথাব্যথা কেন রে?
তোমার জন্যই! এ রকম করলে থাকবে বেশিদিন?
না থাকলে না থাকবে! ভাত ছড়ালে কাকের অভাব? এসব কথায় তুই কেন কান দিস?
এতো বড় মুশকিল হলো! আমি তো আর বধির নই রে বাবা! তুমি সারাক্ষণ চেঁচাবে, বকবে, আমি শুনলেই দোষ?

বুকে জ্বালা পুরে মানালি অনেকবার চেঁচায়, মিথ্যে নয়। কিন্তু কেন চেঁচায় সেটা প্রকাশ করলে কে তাকে মান্য করবে? বরং লজ্জার আড়াল খসে পড়লে এদের গোপন বাঁধটুকু তার চোখের সামনেই ভেসে যাবে। মানালি অবশ্য কথা বাড়ায় না। যা বোঝার তা বোঝা হয়ে গেছে! পেটের শত্তুর! নইলে কোথাকার কোন একরত্তি কাজের মেয়ে, তার জন্য দরদ এভাবে উথলে ওঠে? সে জানে কৈশোর

থেকে যৌবনে প্রবেশ করা জীবদেহেরই ধর্ম। কিন্তু কিশোরী কেন যখন তখন খিলখিলিয়ে হাসে? চোখের গভীরে হঠাৎ হঠাৎ তরঙ্গ জাগাতে চায়? চলতে চলতে, বলতে বলতে গোপন চোখের দৃষ্টিজোড়া আছড়ে ফেলে তার ছেলের মুখে? আর তাই দেখে মৃন্ময় কেন অনুভূতির চোখে চায়? মানালির অন্তরে সারাক্ষণ বিতৃষ্ণা তাই জেগেই থাকে।

মানালিকে ক্ষেপিয়ে তোলায় বিনোদিনীরও খামতি নেই। যতবার মানালির শয়নকক্ষে প্রবেশ করে ততোবারই মুগ্ধ চোখের ছায়াতলে বিশাল আয়নায় সে আবিষ্কার করে নিজেকে। দেখলেই ক্ষিপ্ত হয় মানালি -
এক চেহারা কতবার দেখতে হয় বিনু? তোর কি মিনিটে মিনিটে বদল হয়? নাকি সুন্দরী প্রতিযোগিতায় নাম লেখাবি? আমার হাড়মাস তুলোধুনো করে দিবি দেখছি! যেদিকটায় না চোখ দিয়েছি, সেদিকেই পণ্ড করে দিচ্ছিস! আজ সব চাদরগুলো সাবান কাচা করবি!
কিন্তু এগুলো পরশুই তো ধুয়েছি কাকিমণি!
ধুয়েছিস তো কী? আবার ধুবি! ধমকে ওঠে মানালি।
পরক্ষণেই মনে মনে উচ্চারণ করে -
ইস, দেখো না! দিনকে দিন ফুলে ফেঁপে রসে টইটম্বুর হচ্ছে!
কথা না বলে সম্মতিতে মাথা নাড়ে বিনু। কচি মুখে গাম্ভীর্যের ছায়া পড়ে। বিছানার ভারি চাদর তুলে নিয়ে কোমল হাতে কাচতে শুরু করে। তারপরও মানালি দেখতে পায়, কদিন আগের ছোট্ট মেয়ে বৃষ্টিভেজা কদমফুলের মতো রূপের তরঙ্গে ভেসে যায়।

আজ মেঘের ছায়ায় অবেলায় সন্ধ্যা নেমেছিল। মানালি দিবানিদ্রা সেরে বিনুকে দেখতে না পেয়েই অনুসন্ধানে ছুটলো। মৃন্ময় নিজের ঘরে ল্যাপটপ নিয়ে ব্যস্ত কিনা, প্রথমেই দেখে নিলো উঁকি মেরে। তারপর মহানিশ্চিন্তে রান্নাঘরের ব্যালকোনিতে এসে দাঁড়ালো। পায়ের শব্দে সতর্ক হলো বিনু। চোখে পড়তেই অবাক মানালি -
কী করছিস এখানে?
কী উত্তর দেবে বিনু? সে কি সত্যিই জানে কী করছে এখানে বসে? কী দেখছিল মেঘে ঠাসা আকাশটার দিকে অপলক চেয়ে থেকে?
মানালি ঝুঁকে পড়ে গভীর সংশয় নিয়ে তাকালো -
কী হলো? উত্তর দিচ্ছিস না যে?
উত্তরে বিনু হেসে উঠতে চেয়েছিল। বলতে চেয়েছিল -
এমনিই বসে আছি কাকিমণি! কাজ নেই, তাই বসে আছি!
কিন্তু তার বদলে কিশোরী কেঁদে উঠলো হুহু করে। সেটা এমনই সহসা, এমনই অকপটে, যেমন সে বলতে বলতে হেসে ফেলে চকিতে। যেমন চলতে চলতে চকিত দৃষ্টি মেলে মৃন্ময়ের চোখে চায়। মানালি বিস্ময়ে মাতৃস্নেহের গাঢ়তায় কিশোরীর মাথায় হাত রাখলো -
কাঁদছিস কেন বিনু? মৃন্ময় বকেছে তোকে? শরীর খারাপ করেছে? কী হয়েছে?
নিঃশব্দে মাথা নাড়ে বিনোদিনী -
কেউ বকেনি। শরীর খারাপ করেনি। বিনুর আসলে কিছুই হয়নি।
তাহলে? কেন কাঁদছিস?
কিশোরী বিনু বোঝাতে পারে না, ব্যথা না পেয়েও কেন কান্না পাচ্ছে তার। কেন ভেসে যেতে ইচ্ছে করছে শ্রাবণ মেঘের সঙ্গী হয়ে। শুধু জানে, অন্তহীন আকাশ থেকে যেমন করে বৃষ্টি ঝরে পড়ছে, বিনুর অন্তর আজ তেমনি করেই ঝরে পড়তে চাইছে ঝরঝরানি গান হয়ে। চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করছে তার তেরো বছরের কিশোর বয়সটাকে। ইচ্ছে করছে সবখানেই সবকিছু হয়ে উঠতে। কিন্তু কেন যে তা ইচ্ছে করছে, সে কি আর বিনু জানে?

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ

- শেখর কুমার সান্যাল

স্বামী বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমসাময়িক দুই কীর্তিমান পুরুষ। তাদের জন্ম উত্তর কলকাতায় মাত্র বছর দেড়েকের ব্যবধানে। রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬১ সালের ৭ মে জোড়াসাঁকোয়, বিবেকানন্দের (নরেন্দ্রনাথ দত্ত) জন্ম সিমলায় ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি। দুজনের বেড়ে ওঠা কাছাকাছি পাড়ায়, অথচ দুজনের জগৎ সম্পূর্ণ ভিন্ন। দীর্ঘকাল গবেষকদের ধারণা ছিল তাঁদের মধ্যে কোনো যোগাযোগ এমন কি আলাপ পরিচয়ও ছিল না। এরূপ ধারণার পিছনে প্রধান কারণ ছিল, ধর্মবিশ্বাস এবং রাজনৈতিক মতাদর্শে তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে। পরবর্তী গবেষণায় এ ভ্রান্তির নিরসন হয়। মতান্তর সত্ত্বেও তাঁদের নৈকট্য হয়েছে অনেক সময়েই। প্রথমে বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণভাবাদর্শে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বপর্বে এবং উত্তরকালে ভগিনী নিবেদিতার যোগসূত্রে।

ড. কালিদাস নাগের 'বিবেকানন্দ-জীবনীর উপাদন সংগ্রহ' থেকে জানা যায় ১৮৮১ সালে ২৯ জুলাই রাজনারায়ণ বসুর কন্যা লীলাবতীর সঙ্গে ময়মনসিংহের গুরুচরণ মিত্রের পুত্র কৃষ্ণকুমারের বিবাহসভায় সাধারণ ব্রহ্মসমাজ মন্দিরে রবীন্দ্রনাথের লেখা এবং শেখানো গান গেয়েছিলেন নগেন চট্টোপাধ্যায়, ডা. সুন্দরীমোহন দাশ, কেদারনাথ মিত্র, অন্ধগায়ক চুনীলাল এবং নরেন্দ্রনাথ দত্ত(পরবর্তীকালের বিবেকানন্দ)। অল্প বয়স থেকেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে এবং ব্রহ্মসমাজে নরেন্দ্রনাথের নিয়মিত যাতায়াত ছিল এবং যৌবনে তিনি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গান নিয়মিত গাইতেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' গ্রন্থে তার উল্লেখ আছে। ১৮৮৭ সালের আগস্ট মাসে বৈষ্ণবচরণ বসাক ও নরেন্দ্রনাথ দত্ত যৌথভাবে 'সংগীতকল্পতরু' নামে একটি সংগীতসংগ্রহ সম্পাদনা করেন। এই সংকলনে যুবক রবীন্দ্রনাথের ১২টি গান অন্তর্ভুক্ত ছিল; ১০টি গান রবীন্দ্রনাথের নামে, একটি ভানুসিংহ ছদ্মনামে এবং একটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে(ভুলক্রমে!)।

বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের ধর্মবিশ্বাস এবং রাজনৈতিক মতাদর্শে ছিল বিপুল পার্থক্য। প্রথম নিরাকার-সাকারের অনৈক্য। সাকারসাধক শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শে দীক্ষিত বিবেকানন্দের সাথে রবীন্দ্রনাথের নিরাকারবাদী ব্রাহ্মবিশ্বাসের ছিল অসেতুসাধ্য যোজন দূরত্ব। ঠাকুরপরিবারের পরিশীলিত আভিজাত্য ও পাশ্চাত্য-শিক্ষিত বৈদগ্ধ্য স্বামীজীকে প্রভাবিত করত না। শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে দেখিয়েছেন তথাকথিত আচরণের শালীনতা বা ভাষার ভাবরীতির সঙ্গে ধর্মের নিত্যসম্পর্ক নেই। বিবেকানন্দের ভারত-জাগরণ মন্ত্র রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত হলেও তাঁর দেশপ্রেমের আগ্রাসী মানসিকতাকে সমর্থন করা শান্তরসের সাধক রবীন্দ্রনাথের সম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধে উপন্যাসে আলোচনায় প্রধর্ষী দেশপ্রমকে কখনো স্বীকৃতি দিতে পারেন নি।

ভারতবর্ষের নবজাগরণের কাজে স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিদুষী আইরিশ লেখিকা-শিক্ষিকা মার্গারেট এলিজেবেথ নোবেল ১৮৯৮ সালের ২৯ জুলাই ভারতে আসেন এবং ২৫শে মার্চ ভারতীয় সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে অভিষিক্ত প্রথম পাশ্চাত্য মহিলা হিসেবে স্বামী বিবেকানন্দের কাছে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা নিয়ে হলেন 'নিবেদিতা', আমৃত্যু নিবেদিত রইলেন ভারতবাসীর স্বার্থে। ক্রমে নিবেদিতা হয়ে ওঠেন ভারতবাসীর পরমাত্মীয় আপনজন। অল্পদিনের

মধ্যেই কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে তাঁর পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা হয়। এঁদের অন্যতম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের জন্য ১৮৯৮ সালের নভেম্বর মাসে নিবেদিতা বাগবাজার এলাকায় একটি বালিকা বিদ্যালয় খুলে মৌলিক শিক্ষাবঞ্চিত কন্যাশিশুদের শিক্ষায় ব্রতী হন। নিবেদিতা প্রতি বৃহস্পতিবারে ব্রাহ্মসমাজে 'শিক্ষা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন। সেখানে উপস্থিত থাকতেন কেশবচন্দ্রের কন্যা সুনীতিদেবী ও সুচারুদেবী, রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাদেবী ও ভাগিনেয়ী সরলা ঘোষাল, জগদীশচন্দ্রের ভগিনী লাবণ্যপ্রভা বসু প্রমুখ শিক্ষিতা ব্রাহ্ম মহিলারা, যাঁরা স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্ণকুমারীদেবী ও জানকী ঘোষালের কন্যা, রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত স্নেহভাজন সরলাদেবীর 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকা হিসেবে শিক্ষিতসমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের সাথেও তাঁর ভালো পরিচয় ছিল। 'ভারতী' পত্রিকার ১৩০৩ চৈত্র সংখ্যায় 'স্বামী বিবেকানন্দ' প্রবন্ধের শেষার্ধে 'নিরাশা' প্রকাশ এবং ১৩০৪ বৈশাখ সংখ্যায় তা প্রত্যাহারে সূত্রে এই মহিলার অকপট ভাষণ ও তেজস্বিতায় মুগ্ধ বিবেকানন্দ ১৮৯৭ সালের ২৪ এপ্রিল তাঁকে লিখেছিলেন, "যদি আপনার ন্যায় তেজস্বিনী বিদুষী বেদান্তজ্ঞা কেউ এই সময় ইংলন্ডে যান, আমি নিশ্চিত বলিতেছে, এক এক বৎসরে অন্ততঃ দশ হাজার নরনারী ভারতের ধর্ম গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইবে। ... যদি আপনার ন্যায় কেউ যান তো ইংলন্ড তোলপাড় হইয়া যাইতে পারে, আমেরিকার কা কথা"। এরপর কর্মব্যস্ততায় তাঁদের যোগাযোগ শিথিল হয়ে যায়।

রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের সাথে আদি ব্রাহ্মসমাজের আদর্শগত বিরোধ থাকলেও ব্রাহ্মসমাজের অনেকের সাথে, বিশেষত ঠাকুরপরিবারের অনেকের সাথে নিবেদিতা ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে লাগলেন, বিশেষভাবে বললে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে।

ব্রাহ্মসমাজের সাথে সখ্যতা গড়ার পেছনে নিবেদিতার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় সমাজে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রভাব ছড়াতে ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি যুবসমাজকে প্রভাবিত করা। স্বামীজীর এতে সমর্থন ছিল। সে সময় শিক্ষিত সমাজের উল্লেখযোগ্য অংশ ব্রাহ্ম-মনোভাবাপন্ন। রবীন্দ্রনাথ তখন আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক। নিবেদিতা চাইছেন ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগীদের সেতু-বন্ধন। নিবেদিতার উদ্যোগ সার্থক হলে বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগের ক্ষেত্র মসৃণ হতে পারত।

ভারতের বিশ্বনন্দিত সমসাময়িক দুই প্রবাদপুরুষ বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের মানসিক ব্যবধান কমিয়ে আনতে বিবেকানন্দ-শিষ্যা ভারতপ্রেমিক ভগিনী নিবেদিতা প্রয়াসী হয়েছিলেন। যদিও নিজ নিজ মতবাদ ও জীবনবোধে অনড় এই দুই প্রতিভার মনোভাব পরস্পরের প্রতি ছিল যথেষ্ট শীতল।

১৮৯৯ সালের ২৮শে জানুয়ারি নিবেদিতা স্বামীজির আগ্রহে বাগবাজারে ১৬ বোসপাড়া লেনে তাঁর স্কুলবাড়ির খোলা উঠোনে ব্রাহ্ম বন্ধুদের জন্য এক ঘরোয়া চা-চক্রের আয়োজন করেছিলেন। স্বামীজি সেখানে আসবেন এবং কথা বলবেন এটা আগেই ঠিক করা ছিল। সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র বসু, সস্ত্রীক ড. প্রসন্নকুমার রায়, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, সরলা ঘোষাল, তাঁর মা স্বর্ণকুমারীদেবী এবং রবীন্দ্রনাথ যোগ দিয়েছিলেন চা-পানের আসরে। ডা. মহেন্দ্রলাল সরকারকে

সঙ্গে নিয়ে যোগ দিলেন স্বামীজি। ঘরোয়া আলাপচারিতার পরিবেশে নিবেদিতা মুখোমুখি আনতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দকে। সেখানে রবীন্দ্রনাথের গাওয়া তিনটি গানের মৃদু সুরের আবহ সবাইকে মুগ্ধ করেছিল। মিস জোসেফিন ম্যাকলাউডকে ১৮৯৯ সালের ৩০ জানুয়ারি নিবেদিতা লেখেন, 'মি. টেগোর তাঁহার মনোরম চড়া পুরুষালি কন্ঠে নিজের তিনটি গান পরিবেশন করিলেন। প্রতিবেশীর বাড়িগুলি হইতে সন্ধ্যারতি ও ঘন্টার ধ্বনি শোনা যাইতেছে। এই সময়কে এখানকার মানুষেরা সেঁজুতি বলে। I cannot forget the lovely poem 'Come O' Peace' (এসো শান্তি) – সঙ্গে তাঁহার সকরুণ মৃদু সুরের আবহ। এবং স্বামীজি ছিলেন অনবদ্য। তবে there was some cloud.'। সেখানে রবীন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দের মধ্যে কোনো আলোচনা হয়েছিল কি না এ সম্বন্ধে ইতিহাস নিশ্চুপ।

১৪ ফেব্রুয়ারি নিবেদিতা জোড়াসাঁকোয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে দেখা করে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন এবং স্বামীজির ভাবধারার প্রতি তাঁকে সদয় করতে চেষ্টা করেন। স্বামীজির বার্তাবাহী হিসেবেই তিনি মহর্ষি-দর্শনে গিয়েছিলেন। মহর্ষি তাঁকে জানান, স্বামীজি অল্প বয়সে একবার তাঁর কাছে এসেছিলেন এবং এখন আবার একবার এলে তাঁর ভালো লাগবে। অবস্থা অনুকূল বিবেচনা করে নিবেদিতা তাঁদের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন। স্বামীজি ইতিমধ্যে ব্রাহ্মদের সঙ্গে যোগাযোগের উদ্যোগের প্রতি নিরাসক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তবে মহর্ষির সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়ে তিন আগ্রহী ছিলেন।

১৯ ফেব্রুয়ারি স্বামীজি নিবেদিতাকে সাথে নিয়ে জোড়াসাঁকোয় যান। মহর্ষিকে প্রণাম করে একটি গোলাপের তোড়া নিবেদন করেন। মহর্ষি আশীর্বাদ করে তাঁদের বসতে বলেন। তিনি প্রায় দশ মিনিট বাংলায় বিবেকানন্দকে কিছু কিছু বিষয়ে অভিযুক্ত করেন। কথা শেষ হলে স্বামীজি বিনীতভাবে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। মহর্ষি তাঁকে আশীর্বাদ করেন। মহর্ষিকে পুনরায় প্রণাম করে তাঁরা নিচতলায় নেমে আসেন। ইন্দিরাদেবী এবং ঠাকুর পরিবারের আরো কয়েকজন সেখানে ছিলেন স্বামীজির সাথে দেখা করতে। মহর্ষির সাথে দেখা করতে আগ্রহী হলেও ঠাকুর পরিবারের অন্যদের সাথে আলাপচারিতায় স্বামীজির বিশেষ আগ্রহ ছিল না। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ তখন শিলাইদহে।

এত উদ্যোগ-আয়োজনেও বিবেকানন্দ ও ঠাকুরবাড়ির সম্পর্কের বরফ গলে নি। বরং কঠোর হাতে স্বামীজী নিবেদিতা রাশ টানতে চাইলেন। ১৮৯৯ সালের ১১ই মার্চ স্বামীজী তাকে সতর্ক করে বলেন, "তুমি যতদিন ওই ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে মেলামেশা চালিয়ে যাবে আমাকে বারবার সাবধান করেই যেতে হবে। মনে রেখো, ওই পরিবার বঙ্গদেশকে শৃঙ্গাররসের বন্যায় বিষাক্ত করছে"।

ঠাকুর পরিবারের সাথে নিবেদিতার অতিরিক্ত ঘনিষ্টতায় স্বামীজী বিরূপতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু তা করতে গিয়ে রবীন্দ্রকাব্যকে সরাসরি আক্রমণ করার পেছনে বিশেষ কোনো গ্রহণযোগ্য যুক্তি পাওয়া যায় না। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, বিবেকানন্দ যৌবনে রবীন্দ্রনাথের গান গাইতেন এবং বৈষ্ণবচরণ বসাকের সঙ্গে 'সঙ্গীতকল্পতরু' গ্রন্থ সংকলনকালে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি গান অন্তর্ভুক্ত করেন। এগুলি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সে লেখা। রবিজীবনীকার অধ্যাপক প্রশান্তকুমার পালের মতে "বিবেকানন্দের দুর্ভাগ্য, তিনি রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কবিতা ও গদ্যরচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। থাকলে এরূপ উক্তি করতে তিনি

অবশ্যই দ্বিধাগ্রস্ত হতেন"। রবীন্দ্রসাহিত্যের ক্রমবিবর্তনের প্রতি মনোযোগী থাকার মতো আগ্রহ বা অবসর কোনোটিই তাঁর ছিল না। হয়তো রবীন্দ্র-অনুসরণকারী ব্যর্থ কবিদলের প্রতিই তিনি আঘাত করেছেন। বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ কবি পরিচয় সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার কথা নয়। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখেছেন, একুশ বছর বয়সে বিবেকানন্দ যখন রামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে উপনীত তখন চব্বিশ বছর বয়সী রবীন্দ্রনাথ 'বালক' পত্রিকা পরিচালনা করছেন। 'কড়ি ও কোমলে'র রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের জীবদ্দশাতেই 'নৈবেদ্য' পর্যন্ত এগিয়েছেন। কয়েক বছর আগে 'কথা ও কাহিনী'র বরণীয় ত্যাগের মহিমা-বাণী উচ্চারিত হয়েছে। পৃথিবীর বৃহৎ রাজপথের এই পরিব্রাজক সে সবের পরিচয় রাখতে পেরেছিলেন কি না সন্দেহ। 'গীতাঞ্জলি' পর্ব তো স্বামীজীর তিরোধানের (৪ জুলাই ১৯০২) অনেক পরের বিষয়।

বিবেকানন্দের দেহাবসানের পর তাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের কিছু পরিবর্তন হয়েছিল। ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দের ১২ জুলাই 'এক্সেলসর ইউনিয়ন' ভবানীপুর সাউথ সুবার্বন স্কুলে স্বামীজীর স্মৃতিতে যে শোকসভার আয়োজন করে সেই সভার মূল বক্তা ছিলেন নিবেদিতা এবং সভাপতি রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ শুধু বিবেকানন্দের শক্তির অসামান্যতা বিষয়েই অবহিত ছিলেন তাই নয়, স্বামীজির চিত্তের সঙ্গতিও তিনি অনুভব করেছিলেন বলেই স্বামীজির স্মৃতিসভায় সভাপতিত্ব করতে সম্মত হয়েছিলেন। তিনি নিবেদিতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েও থাকতে পারেন। মৈত্রেয়ী দেবী লিখেছেন, 'এ অনুমান করা হয়তো অসঙ্গত নয় যে বিবেকানন্দ যদি অত অল্প বয়সে না মারা যেতেন, তাঁর জীবন যদি আরও বহুতর কর্মের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হতে থাকত তাহলে ক্রমে তাঁরা নিশ্চয়ই নিকটে আসতেন যেমন এসেছিলেন মহাত্মা গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথ। উভয়ের মতানৈক্য তো উভয়েই প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু সে মতের অনৈক্য মাত্র, তার বেশি নয়'।

স্বামীজির মূল্যায়ন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত পরবর্তীকালে আর পুরানো বিরাগে আচ্ছন্ন তো থাকেই নি, বরং যথাযথ শ্রদ্ধাবোধে উজ্জ্বল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে ছাত্রসমাজের সামনে 'পূর্ব ও পশ্চিম' নামে তিনি একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটি 'প্রবাসী' ও 'ভারতী' পত্রিকায় একযোগে ভাদ্র ১৩১৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সেখানে রবীন্দ্রনাথ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন, "অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণ ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সংকুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে এবং পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন"।

এই প্রবন্ধের একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' নামে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার ১৩১৫ ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সেখানে রবীন্দ্রনাথ আরও স্পষ্ট, "ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অধুনাতন মনীষিগণ একথা বুঝিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে মিলাইয়া কার্য করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ রামমোহন রায়, রানাডে এবং বিবেকানন্দের নাম করিতে পারি"।

জিতু সাঁওতাল ও আদিনা বিদ্রোহ

- গোপাল লাহা

শোষিত-বঞ্চিত, অন্যায় অবিচারে ক্লিষ্ট 'হ্যাভনট" সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা যখন মার খেতে খেতে সংঘবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ায়, শোষকের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে চায় বা নেয় নিজেদের অধিকার ও প্রাপ্য সম্মান তখনই সৃষ্টি হয় বিপ্লবের। এই বিপ্লব আসে লাগাতার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। ব্যক্তি শক্তির প্রভাব সেখানে নগণ্য, সংঘশক্তিই সেক্ষেত্রে গ্রহণ করে বিস্ফোরকের ভূমিকা। তাই দেখা যায় বলদর্পীদের অত্যাচার ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে শোষিত ও নির্যাতিতরা বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন কালে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। আদিবাসীরাই বেশি করে হয়েছে বঞ্চনার শিকার। ভারতের আদিবাসীরাও শোষণের কবল থেকে মুক্ত হতে এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পরান্মুখ হয়নি। কখনো কোন নেতার নাম বোল্ড অক্ষরের মতো জ্বলজ্বল করলেও, অস্বীকার করা যায় না সে নেতার পেছনে থাকা অসংখ্য পাইকা, স্মল পাইকা, বর্জেস টাইপের অস্তিত্ব।

সাঁওতাল তথা আদিবাসীদের আদি স্বদেশী ধরা হয়। তারা বাঘ-ভালুক তাড়িয়ে বন কেটে বসতি স্থাপন করেছে, অনাবাদী ও পতিত জমিকে করেছে চাষযোগ্য। ফলিয়েছে সোনার ফসল মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। ভারতের প্রথম রেললাইন পাতায় কঠিন শ্রম দান করেছে তারাই। অথচ আধুনিক সভ্যতার সুযোগ সুবিধা থেকে আদিবাসীরাই বেশি করে বঞ্চিত। এই বঞ্চনা আগে এসেছে স্বদেশীদের কাছ থেকে। কোনো বিদেশীদের কাছ থেকে তাদের বঞ্চনাকে এই ধুমায়িত আগুন নানা সময়ে দাবানলের মতো বিদ্রোহ আন্দোলনের সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন সময়ে এরূপ ঘটে যাওয়া কিছু আদিবাসী আন্দোলন ও বিদ্রোহের কথা জানা যায় কালিচরণ ঘোষের লেখা 'দি রোল অফ অনার' গ্রন্থ থেকে। যেমন—১৭৭০-এ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী ফকির-বিদ্রোহ, ওয়াহাবি ও ফরাজি আন্দোলন, ১৮০৮-এ সন্দেশের আদিবাসী বিদ্রোহ, ১৮৯০-এর জাঠ বিদ্রোহ, ১৮১৮-এর ভীল বিদ্রোহ, ১৮৩২-এর ভূমিজ বিদ্রোহ, ১৮৪৪-এর কোলাপুর বিদ্রোহ, ১৮৪৬-এ উড়িষ্যার গোন্ড বিদ্রোহ, ১৮৫৫-র সিধু-কানহু-চাঁদ ভৈরবের নেতৃত্বে এক বিশালাকারের দুনিয়া কাঁপানো সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৮৫৭-র মুন্ডা বিদ্রোহ প্রভৃতি। এসব বিদ্রোহের সাথে যুক্ত করা যেতে পারে, মালদা জেলার হবিবপুর-বামনগোলা-গাজোল থানা এলাকায় ১৯২৪-১৯৩২ মধ্যে ঘটে যাওয়া জিতু সাঁওতালের নেতৃত্বে আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক আন্দোলন ও আদিনা বিদ্রোহ। এসব বিদ্রোহ-আন্দোলন শোষণের বিরুদ্ধে, লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ বঞ্চনার বিরুদ্ধে, চূড়ান্ত অবহেলার বিরুদ্ধে নারী জাতির অবমাননার বিরুদ্ধে, নিজ অধিকার ও সম্মান বাঁচানোর সপক্ষে প্রতিবাদী চরিত্রের, সচেতন ও প্রগতির পথে হাঁটা মানুষের বলিষ্ঠ বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহ জাতীয় সংহতির ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সপক্ষে প্রতিবাদমুখর লড়াকু সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীদের বিদ্রোহ।

'দি এশিয়াটিক সোসাইটি'র সাধারণ সম্পাদক ১৫.৮.১৯৯৭-এ একটি গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে বলেছেন, "অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ধরে কিংবা শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসননীতি ও ভূমিব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসংখ্য কৃষক ও আদিবাসীর সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটে। তাতে হিন্দু, মুসলমান, আদিবাসী, অনাদিবাসী ও অন্যান্য নিম্নবর্ণের শ্রমজীবী মানুষ অংশগ্রহণ করেন। সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ, কৃষক, তাঁতীদের সংগ্রাম, রংপুর বিদ্রোহ, নীলচাষিদের সংগ্রাম, লবণশিল্পী ও মালঙ্গীদের সংগ্রাম, রেশমচাষির সংগ্রাম, ফরাজি ও ওয়াহাবি আন্দোলন, চোয়াড় ও লায়েক বিদ্রোহ, গারো বিদ্রোহ ও চাকমা, রিয়াং, কোল, ভিল, সাঁওতাল ও মুন্ডা বিদ্রোহ, দাক্ষিণাত্যের কৃষক বিদ্রোহ ইত্যাদি এই সময়কালেই ঘটে। প্রতিটি বিক্ষোভের ও

বিদ্রোহের পৃথক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বিক্ষোভকারীদের ও বিদ্রোহীদের মধ্য থেকেই নেতার আবির্ভাব ঘটে। এবং তাঁরাই এইসব বিক্ষোভের ও বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন।" উক্ত গ্রন্থের শুরুতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় জ্যোতি বসু যথার্থই বলেছেন, "বাংলার মানুষের প্রতিবাদী চরিত্রের পরিচয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে। দুশো বছরের ইংরেজ শাসনের ফলে প্রতিবাদে ও বিদ্রোহে বাঙালি বারবার সরব হয়ে উঠেছে। লুণ্ঠন, শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে বেশ কিছু বিদ্রোহ বাংলার মাটিতে আত্মপ্রকাশ করেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ রামমোহন, বিদ্যাসাগার প্রমুখ যুগন্ধর পুরুষের সংস্কারমূলক কর্মতৎপরতা, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের নিশ্চিত পটভূমি প্রস্তুত করেছিল। প্রগতিশীল চিন্তার উন্মেষে ও জাতীয় আন্দোলনের ব্যাপকতায় বাংলার দেশপ্রেমিক সৈনিকদের ভূমিকা ছিল অগ্রণী সারিতে। বহু বিপ্লবী-সংগঠন, সশস্ত্র আন্দোলন-ও অহিংস লড়াই বাংলার বুকে সংগঠিত হয়েছে, যা স্বাধীনতা-যুদ্ধে ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সারা দেশের মানুষকে নতুন নতুন পথের দিশা দিয়েছে। ভারতের মুক্তি সংগ্রামে বাংলার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ও সাহসী জনসাধারণ সর্বদা আদর্শে ছিলেন স্থির, প্রত্যয়ে দৃঢ় ও কর্মে অবিচল।"

একই গ্রন্থে নিবেদন আংশে ভারতের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে তদানীন্তন তথ্য ও সংস্কৃতি এবং স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) বিভাগের মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছেন, "ভারতের মুক্তি সংগ্রামে এই বাংলার অসীম আত্মত্যাগ ইতিহাসে স্বীকৃত। বাংলাই ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের পীঠস্থান। সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা প্রায় দুশো বছর ধরে নির্মম অত্যাচার চালিয়েছে বাংলার মানুষের উপর। ফলে এখান থেকেই পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করার জন্য বারবার উঠেছে প্রতিবাদের ঢেউ, তৈরি হয়েছে প্রতিরোধের ব্যারিকেড, শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রাম আর গণ অভ্যুত্থানের জোয়ার। তারই ফলে শত শহীদের সর্বস্বত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে এসেছে স্বাধীনতা। কিন্তু চরম মূল্য দিতে হয়েছে বাংলাকে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তে দেশ হয়েছে দ্বিধাবিভক্ত। তবু সেদিন ভাঙা বুকের পাঁজর নিয়েও মানুষ নয়া বংলা, গভীর শপথ গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের দেশের বরেণ্য স্বাধীনতা যোদ্ধারা, যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তা উত্তরকালের মানুষের কাছে পরম প্রেরণার উৎস।

এই পূর্ব ঐতিহ্যের পলিপড়া মাটিতে ঘটেছিল আদিনার সাঁওতাল বিদ্রোহ। মালদার গাজোল থানার ৩৯ নং মৌজাটির নাম আদিনা। ৩৩নং মৌজাটির নাম পাণ্ডুয়া। ৩৪নং জাতীয় সড়কটি চলে গেছে মৌজা দুটির বুকের ভেতর দিয়ে। আদিনা, পাণ্ডুয়া ও তার পারিপার্শ্ব মিলে যে ভূখণ্ড, সেখানে মধ্যযুগে স্থাপিত হয়েছিল স্বাধীন সুলতানদের তথা ইলিয়াশ শাহ, সিকান্দার শাহ প্রভৃতির রাজধানী। রাজধানীর নাম ছিল ফিরোজাবাদ। স্বাধীন সুলতানরা ও সুবেবাংলার অন্যান্য শাসকরা রাজকার্য পরিচালনা করে গেছেন এই ফিরোজাবাদের সিংহাসনে বসে। রাজপ্রাসাদ, স্নানাগার, তোরণদ্বার, পরিখা, জলাশয়, মসজিদ, পীরের আস্তানা ইত্যাদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আদিনা ও পাণ্ডুয়ায়। আদিনার বিস্ময় বিশাল আকারের— মসজিদটিকে দুর্গের মতো ব্যবহার করে, এই সমজিদ থেকে জিতু সাঁওতাল ১৯৩২-এর আদিনা বিদ্রোহ ও ইংরেজদের সাথে লড়াই চালিয়ে শহিদ হয়েছেন। মালদার বুকে বড় রকমের সাঁওতালি অভ্যুত্থান ঘটিয়ে জিতু অমর হয়ে আছেন। সাঁওতালি জাগরণেও প্রতিবাদ প্রতিরোধে জিতুর ভূমিকা আজও লোকেরা স্মরণ করে চলেছে। আমাদের মনে রাখতে হবে শোষণ বঞ্চনা অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে জিতুর সংঘবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ানোর ভূমিকা; মনে রাখতে হবে বঞ্চিত সাঁওতালদের স্বাধিকার রক্ষার জন্য প্রাণপণ লড়াইয়ের কথা। জিতু ও তার অনুগামীদের আত্মোৎসর্গের কথা। পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে

সাঁওতালদের অবদানের কথা। যেটুকু মানা যায় না তা হলো একটি সম্প্রদায়ের মনে আঘাত দিয়ে মসজিদে পুজো করা।

মালদা জেলার সব থানাতেই অল্পবিস্তর সাঁওতাল থাকলেও বরিন্দ এলাকার ওল্ড মালদা, গাজোল, হবিবপুর ও বামনগোলা থানা এলাকায় সাঁওতালদের সংখ্যা বেশি। ছোট্ট সংজ্ঞায় সাঁওতাল বলতে আমরা বুঝে থাকি : "... the santal Proto-Ostraloid tribe culturally classified under the simple Agricultural type is a single numerically important and by distinct ethnic group not ony of Bengal, West Bengal but also of the Central Eastern India."

মালদায় সাঁওতালদের আগমন শুরু হয়েছিল সাঁওতাল অধ্যুষিত সাঁওতাল পরগণা, দামিন-ই-কো, পার্শ্ববর্তী জেলাগুলো থেকে ব্রিটিশ অত্যাচারে বিতাড়িত হয়ে ১৮৫৫, ১৮৭১, ১৮৮০-৮১-র সাঁওতাল বিদ্রোহের ফলে এবং অন্যান্য কারণে। প্রবাল রায় মালদার সাঁওতাল অভিবাসন সম্পর্কে যে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন ত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "মালদার পার্শ্ববর্তী সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের মধ্যে ১৮৫৫ সালের জুন থেকে পরের বছর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সিধু-কানহুর নেতৃত্বে মহাবিদ্রোহ ও পরে ১৮৭১ সালের পূর্ণবিদ্রোহের ফলশ্রুতিতে বল্গাহীন ব্রিটিশ অত্যাচার ও অসহায় আর্থ-সামাজিক পটভূমিকায় দলে দলে সাঁওতালরা দেশত্যাগ করতে থাকে। আড়কাঠির প্রভাবে এদের বেশ কিছু অংশ ডুয়ার্স অঞ্চলের চা বাগানগুলিতে শ্রমিকরূপে চলে যায়। পরে ওদের কিয়দংশ আর্থিক স্বচ্ছল হয়ে স্বদেশে ফিরে আসে। এই নব্য ধনী সাঁওতালদের প্রভাবে দূর-দূরান্তের ভূমিহীন সাঁওতালরা ভাগ্যান্বেষণে প্রধানত দুটি অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। একদল যায় কলকাতায় ও অপরদল নতুন কর্ষণযোগ্য জমির সন্ধানে সাঁওতাল পরগনার, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত দিয়ে পাশের জেলাগুলিতে অভিবাসনের প্রচেষ্টা চালায়। ১৮৭৬ সালে দেশে কিছু কিছু সাঁওতাল মালদার 'বরিন্দ" অঞ্চলের সাতটি থানায়, যথা—বামনগোলা, গাজোল, হবিবপুর, ওল্ড মালদা, গোমস্তাপুর, নাচোল ও নবাবগঞ্জ এসে হাজির হতে থাকে। প্রাথমিকভাবে এদের গরিষ্ঠ অংশ গাজোল ও ওল্ড মালদায় বেশি মাত্রায় বসতি স্থাপন করে।

এরপরে ১৮৮০-৮১ সালে আর একবার সাঁওতাল পরগণায় বিদ্রোহের ব্যর্থ প্রচেষ্টার ফলে মালদায় অভিবাসন জোরদার হয়। ১৯০৯ সালে মালদায় কাটিহার গোদগাড়ি শাখার রেলপথ চালু হলে জেলায় অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতিবিধান হয়। কারণ জেলার পূর্বতন সীমিত বাজারের বদলে বাইরের দূর-দূরান্তের বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিতে পাট, ধান, আম ও অন্যান্য কৃষিপণ্য রপ্তানি শুরু হয়। এর প্রভাবে জেলার স্বল্প-বসতি এলাকা বাইরে থেকে আসা লোকে ভরে যেতে থাকে। ফলে বরিন্দ এলাকার জঙ্গলাকীর্ণ জমিগুলিকে কর্ষণযোগ্য করে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট জমিদাররা পরিশ্রমী সাঁওতালদের অভিবাসনে উৎসাহ দিতে থাকেন। কিন্তু জঙ্গলী ও পতিত জমিগুলো উদ্ধার হয়ে গেলে জমিদারদের মূর্তি অন্যরূপ ধারণ করে। এদিকে এলাকার উর্বরতাও কমে আসতে থাকে। এই দ্বিবিধ কারণে জেলায় সাঁওতাল অভিবাসন ১৯২৫-২৬ সাল নাগাদ বন্ধ হয়ে যায়।"

জমিদারেরা প্রথমদিকে তাদের স্বার্থে সাঁওতালদের দিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়ে নেয়, জমি সমতল করিয়ে চাষযোগ্য করায় তথা অল্প খরচে চাষযোগ্য করে তোলা জমি সাঁওতালদের ভোগ করতে দিলেও পরবর্তীকালে জমিদারেরা বাইরের সাঁওতাল কৃষকদের উপর বেশি পরিমাণ বিভিন্ন রকমের কর চাপায়। কারসাজিতে সাঁওতালদের চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কাগজে কলমে বাড়িয়ে দেয় ও বেশি করে খাজনা নিতে থাকে। একর প্রতি খাজনার পরিমাণ বাড়তে থাকে। খাজনার সাথে বাড়তে থাকে নায়েব গোমস্তাদের দেয়া তহুরি, পেয়াদাদের দেয় খাজনা, জমিদারীভুক্ত প্রজাদের বাড়িতে বিয়ে হলে তার কর, লাঙ্গল পিছু কর, জমিদারদের বন্দুক পিছু কর, জমিদারেরা বন্দুক কিনলে, মোটর কিনলে কর, জমিদারদের দর্শনপ্রার্থী হলে নজরানা। 'খেও কবলা' নামক

বন্ধকী জমির দলিল কারচুপি করে বলা হতো 'খোস কবলা' বা বিক্রয় কবলা। আংশিক খাজনা প্রদান করলে তাদের জন্য রসিদ না দেয়া এবং হিসেব খাতায় সে টাকা না তুলে পরবর্তীকালে সুদসহ মোট টাকা দাবি করা ও আদায় করা, প্রদত্ত খাজনা থেকে তহরি ও হিসাব দেখে নিয়ে খাজনা জমা করা, মনগড়া খাজনা বৃদ্ধি করে দাবি করা এভাবে ৫ টাকা ধার নিলে তা ৫০০০ টাকায় পরিণত হওয়া, ব্যবসায়ীদের ওজনে কম দেওয়া, সাঁওতাল কৃষকদের জমির মালিকানা না দেয়া, তাদের দিয়ে জমিচাষ করানো, লাঙ্গল যার তাকে মালিক না করানো প্রভৃতি আর্থিক শোষণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে জিতু সাঁওতাল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। আইনানুগ পদ্ধতিতে সাঁওতালদের ক্ষতি করছিল জমিদাররা।

১৮৫৫-র সিধো কানহু-চাঁদ-ভৈরবের নেতৃত্বে সাঁওতাল বিদ্রোহের পর ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে হিন্দু, মুসলিম ও সাঁওতালরা অংশগ্রহণ করেছিল। লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার আণ্ড্রু ফ্রেজার ও লর্ড কার্জনের মাধ্যমে বঙ্গ খণ্ডিত হয়েছিল ১৬ ই অক্টোবর ১৯০৫। ভঙ্গ বঙ্গ সংযুক্ত হয় ১২ই ডিসেম্বর ১৯১১ আন্দোলনকারীদের চাপে। এরপরে এতদ্ অঞ্চলের বিদ্রোহের নাম করতে গেলে বলতে হয় মালদা জেলার হবিবপুর বামনগোলা গাজোল এলাকার সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা। সে বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘটে ক্রমপর্যায়ের মাধ্যমে আদিনা দখলের ও আদিনা-মুক্তির ভেতর দিয়ে। প্রজাদের টেনান্সি রাইট দেবার অঙ্গীকার বা আশ্বাস জমিদাররা ভঙ্গ করলে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে জমিদারদের সাথে প্রজাদের সংঘর্ষ বাঁধে। সে সংঘর্ষে যুক্ত হয়ে পড়ে বহু সাঁওতাল। খোঁচাকান্দরের জিতু সাঁওতাল স্বরাজিস্টদের মাধ্যমে ফরিদপুর গিয়ে লড়াই করার টেকনিক রপ্ত করে আসে। মালদার কৃষক আন্দোলনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগায় 'লাঙ্গল যার জমি তার' ঘোষিত হয়। তারপর বন্ধ করে দেয় জমির খাজনা। ১৯২৫-এ সাঁওতালরা 'সত্যম শিবম্ সুন্দরম্' গোষ্ঠীর হিন্দু হিসাবে কালীপুজো শুরু করলে ইংরেজরা তা বন্ধ করতে বলে। আরও নির্দেশ দেয় কাশীশ্বর চক্রবর্তীর হয়ে হবিবপুর, বামনগোলা ও গাজোলে প্রচার চালানো থেকে যেন বিরত থাকে। জিতু সাঁওতাল সেদিকে কর্ণপাত করে না। ব্রিটিশদের বিরাগভাজন হয়ে পড়েন।

১৯২৬-এ জনগণের প্ররোচনায় জিতু বিদেশী বিচারের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করে। নিজেকেই বিচারকের আসনে বসায়। তাদের পরগণাইত সিস্টেমে তাদের বিচার হোক এমনটি চায়। জিতু সাঁওতাল ও অর্জুন সাঁওতাল কাশীশ্বর চক্রবর্তীর নেতৃত্বে রিভাইটালিস্টিক মুভমেন্ট শুরু করে দেয়। 'জল অচল' সাঁওতালদের জলচল হিন্দুত্বে দীক্ষিত করাবার সঙ্কল্পে মেতে ওঠে। সাঁওতালদের শূকর ও মুরগী খেতে নিষেধ করে। কালীপূজা করতে গেলে প্রতিবন্ধকতা আসে। জেলাশাসক ক্রিমিনাল পেনাল কোডের ১৪৪ ধারা জারি করেন। কাশীশ্বর চক্রবর্তীকে মালদায় ঢুকতে বারণ করা হয়।

১৯২৭ সালের ৮ই মে জিতু সাঁওতাল কালীপুজো করে। সে পুজো অনুষ্ঠিত হয়েছিল শান্তিপূর্ণভাবে। হাজার তিনেকের মতো সাঁওতাল সামিল হয়েছিল সে পুজোয়। ব্রিটিশ সরকার পক্ষ এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য ক্রিমিনাল পেনাল কোডের ১১০ নং ধারায় জিতু ও অর্জুনকে আটক করে। ভাবে তাদের বছর দুয়েক আটকে রাখতে পারলে অশান্ত পরিবেশ শান্ত হয়ে উঠবে। তা হয় না। যেমন জজ আপীল শুনানির পরে লোয়ার কোর্টের আদেশ খারিজ করে দেন। জিতু ও অর্জুন মুক্ত। জিতু আরো জেদী হয়ে উঠে। ব্রিটিশরাজের ঔপনিবেশিক শাসন, প্রতিদ্বন্দ্বী কৃষক, মুসলমান, হিন্দু জোতদার জিতুদের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে। সাঁওতালি রাজ কায়েম ও ব্রিটিশরাজ খতমের সঙ্কল্প ঘোষণা করে। সাঁওতালদের কাছ থেকে সাহায্য চায় এবং সাঁওতালেরা পাঁচশেরী

মাপের কুলায় করে জিতুকে ধান দিয়ে যেতে থাকে। জিতু সাঁওতালরাজের সর্বময় কর্তা হিসাবে স্বীকৃত হয়।

১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জিতু সাঁওতালের নির্দেশে উচ্ছেদ হওয়া সাঁওতাল আদিবাসীরা হবিবপুর, বামনগোলা, গাজোল থানা এলাকায় জোতদারদের জমি থেকে ধান লুঠ করে। ভাবে ১৯৬২-৬৩ সালে যে জমি জরিপ নামবে অর্থাৎ স্বত্বলিপি সংশোধনের যে কাজ ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভেতে শুরু হবে সে সময় উচ্ছেদ হওয়া চাষি আধিয়ার প্রভৃতি সাঁওতালদের নাম রায়তি বা মালিকানা সত্ত্বে রেকর্ড করিয়ে দেবে। পরবর্তীকালে দেখা গেছে জিতুর সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি। জিতুর ডাকে শতাধিক সাঁওতাল জোতদারদের ধান লুঠপাট করতে থাকলে মালদার জেলাশাসক ও জেলা আরক্ষাধ্যক্ষ সমস্ত পুলিশবাহিনী সহ ছুটে যান। বিদ্রোহী জিতু ও তার দলবলের সাথে ইংরেজদের তুমুল সংঘর্ষ হয়। জিতু সহ আটজনের মতো বিদ্রোহী নবহিন্দু সাঁওতাল ধৃত হয়। পরে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর বহু বিদ্রোহী সাঁওতাল সঙ্গে নিয়ে জিতু আদিনা মসজিদে অভিযান চালায়। সরকার সংরক্ষিত আদিনা মসজিদের দখল নেয়। পুজো দিয়ে আদিনা মসজিদকে হিন্দু মন্দিরে রূপান্তরিত করে। তখন থেকে আদিনা মসজিদে কোন মুসলিমকে প্রবেশ করতে দেয় না। তাদের ধর্মের ও ধর্মস্থানের উপর আঘাত হেনেছে বলে মুসলিমরা সরকারকে নালিশ করে। জিতু এবং তার অনুগামীরা নিজেদের ব্রিটিশ শাসকদের কবল মুক্ত স্বাধীন সাঁওতালি রাজের অধিবাসী বলে দাবি করে। পবিত্র মসজিদকে অপবিত্র করা যাবে না এই দাবি নিয়ে জেলাশাসক ও জেলা আরক্ষাধ্যক্ষ সমস্ত পুলিশ সহ ছুটে আসেন। আদিনা মসজিদকে দখল মুক্ত করেন। সাঁওতালরা সাময়িক হটে গেলেও তারা তাদের পরবর্তী প্রস্তুতির সময় হিসেবেই সুযোগটি কাজে লাগায়।

১৪ই ডিসেম্বর ১৯৩২। সেই কালান্তক কালাদিবস। সেদিন জিতু সাঁওতাল কুর্তা ও ধূতি পরে কোমরে গুপ্তি লুকিয়ে রেখে তীর-ধনুক, টাঙ্গি, বর্ষা, বল্লম টাঙ্গি অনুগামী সাঁওতাল সহ ঝাঁকে ঝাঁকে এসে আদিনা মসজিদের পুনরায় দখল নেয়। আদিনা সমজিদের গম্বুজের উপর উঠে দাঁড়িয়ে ইংরেজ পক্ষ ও ভারতীয় হিন্দু ও মুসলিম জমিদারদের সাথে লড়াই করার জন্য পজিশন নিয়ে নেয়। ইংরেজ সশস্ত্র পুলিশদের চ্যালেঞ্জ জানায়। বিদ্রোহী হয়ে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়।

সাঁওতালি বিষাক্ত তীরে একদল কনস্টেবল নিহত হয়। জিতু বাঘের মতো গুপ্তি সহ পুলিশ সুপারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে জনৈক ইংরেজভক্ত জমিদারের গুলিতে সঙ্গে সঙ্গে গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ে। এভাবে মোট তিনজন সাঁওতাল ও একদল কনস্টেবলের মৃত্যু ঘটে আদিনার সংঘর্ষে।

জিতু যে পুলিশের গুলিতে মারা যায়নি এবং জমিদারের গুলিতে মারা গেছে তার প্রমাণ মেলে নিম্নোক্ত ঘটনায়।

বি.আর. সেন মালদার জেলাশাসক ছিলেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারি হন পরবর্তীকালে। তার ডেপুটি সেক্রেটারি থাকাকালীন সময়ে তিনি ২রা মে ১৯৩৩ সালে মালদার জমিদারকে চিঠির মাধ্যমে গভর্নরের ধন্যবাদ জ্ঞাপন জ্ঞাত করেছেন। ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৩২ আদিনা মসজিদে সাঁওতালদের বিদ্রোহ দমনে তার বা পত্রপ্রাপকের প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদানের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাকে প্রেরিত হয় পত্রটি।

সাঁওতালদের বিদ্রোহ জিতু সাঁওতালের মৃত্যুর সাথে সাথে নেতাহীন হয়ে পড়ায় স্তিমিত হয়ে যায় তথা থেমেই যায়। জমির উৎপাদিত ফসলের স্বত্বভোগী জমিদারদের মাথায় হাত পড়ে। জমি চাষ করার মতো সাঁওতাল মেলে না। প্রশাসন চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং ছিন্নমূল সাঁওতালদের পুনর্বাসনের জন্য সচেষ্ট হয়।

Titas

Aparna

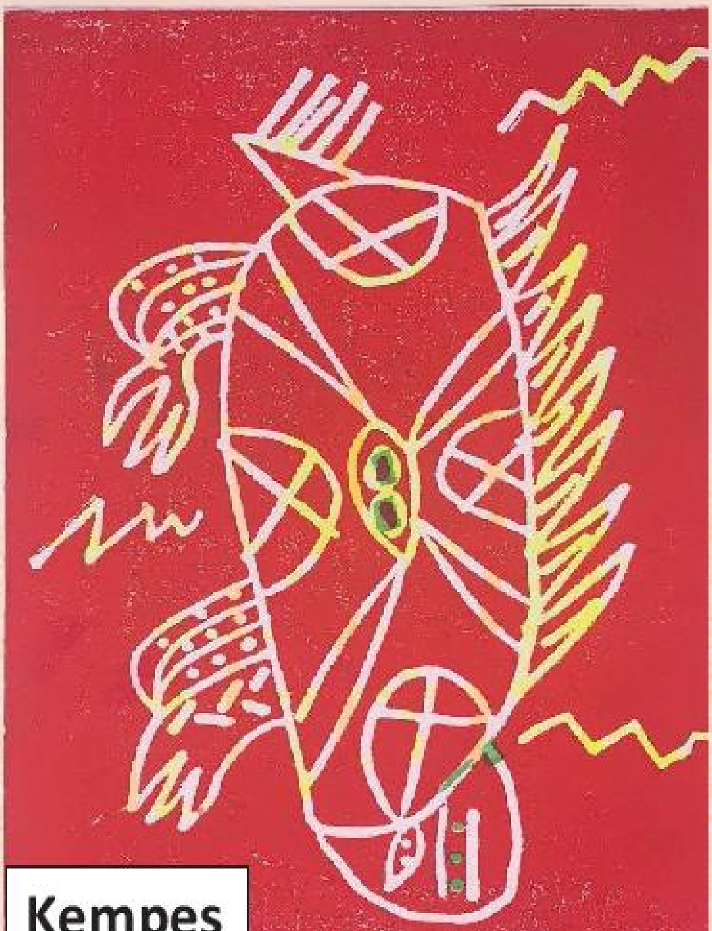

Kempes

Rishav

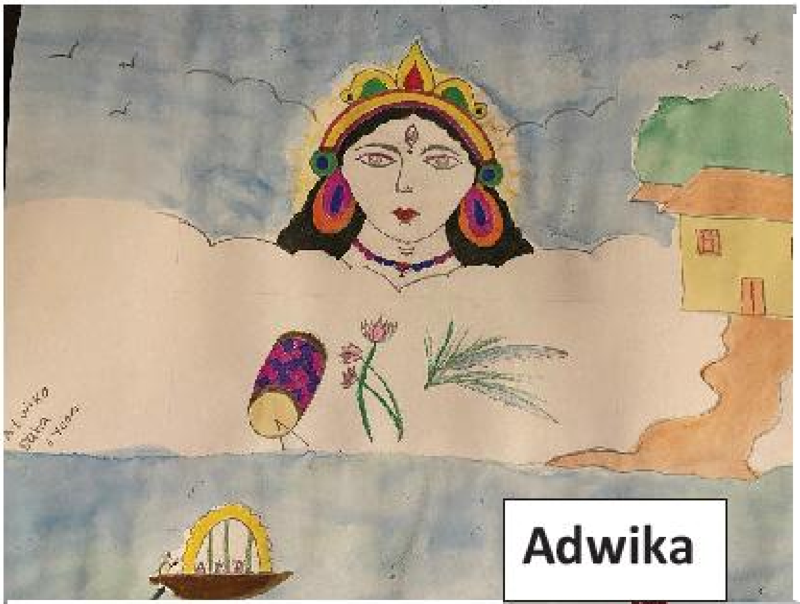

Adwika

Avaani

Camelia

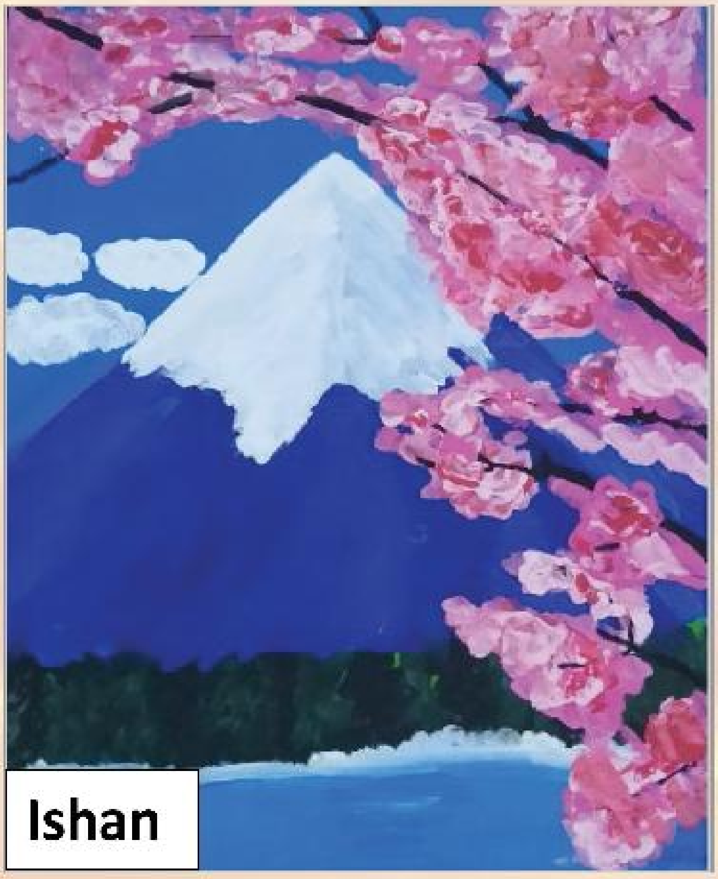

Ishan

Oishiki

Renisa

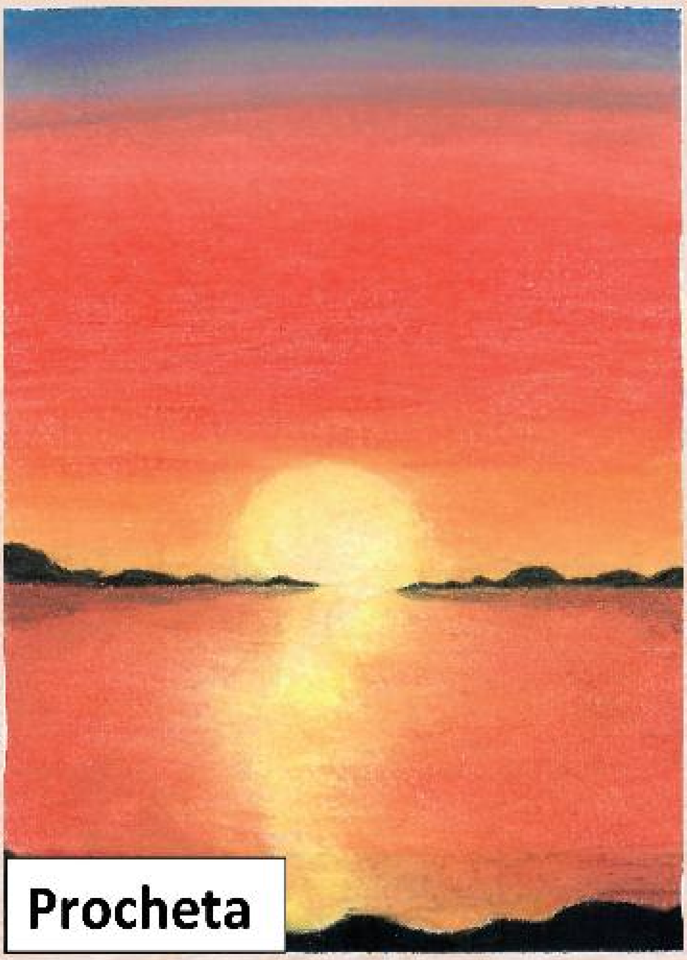

Procheta

Sports Plus Physiotherapy

Serving you at 4 clinics

Millwoods Sports Plus: 780-466-9900 | 210, 2603 Hewes Way, near Millwoods Library
Millbourne Sports Plus: 780-469-3540 | 158 Millbourne Market Mall, inside the mall
WalkerLakes Sports Plus: 780-466-9902 | 66th Street & Ellerslie Rd.
Windermere Massage & Sports Physio: 780-760-3456 | 205, 6055 Andrews Way **NOW OPEN!!**

WE OFFER:

- ✓ Auto accident Injury program
- ✓ Work-related (WCB) Injury Rehab
- ✓ Acute & Chronic Orthopedic and Sports Injury Rehab
- ✓ Footmaxx computerized Orthotics
- ✓ Rehabilitation after surgery or fracture
- ✓ Treatment for joint pain, back and neck pain, muscle strains or ligament sprains, sciatica, carpal tunnel, plantar fasciitis, nerve entrapments

NO DOCTOR REFERRAL IS REQUIRED; SAME DAY OR NEXT DAY APPOINTMENTS AVAILABLE

WE PROVIDE:

- ✓ Application of various modalities including IMS
- ✓ Manual therapy to reduce pain and stiffness
- ✓ Mobility and flexibility improvement
- ✓ Strengthening and therapeutic exercise programs; general conditioning regimes
- ✓ Education on prevention, pain management, women's health issues
- ✓ Gait and balance retraining

MASSAGE THERAPY CAN BE USED IN ADDITION TO OR INDEPENDENTLY OF PHYSIOTHERAPY!

Physiotherapy **Massage**

www.millwoodsphysicaltherapy.com

SREEPATI DEY,
BScPT MSOM, MCISc FCAMPT,
CEO of Sports Plus Physiotherapy
along with the staff of all four Clinics
wish you and your community
a very pleasant and happy Durga Puja.

ENJOY the Festivities!

Leaders in physiotherapy,
sports injuries
and chronic pain management

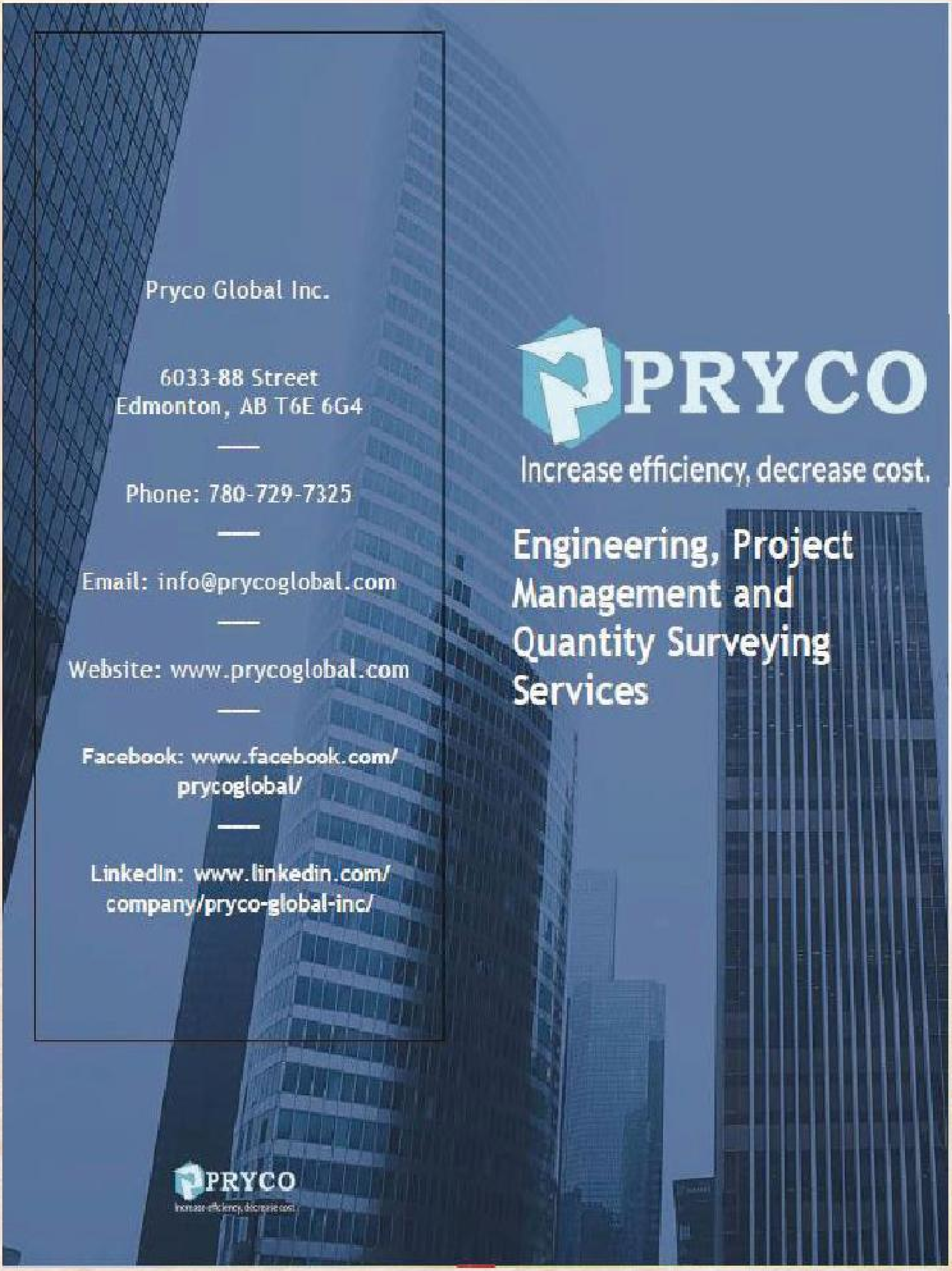
Pryco Global Inc.
6033-88 Street
Edmonton, AB T6E 6G4
Phone: 780-729-7325
Email: info@prycoglobal.com
Website: www.prycoglobal.com
Facebook: www.facebook.com/prycoglobal/
LinkedIn: www.linkedin.com/company/pryco-global-inc/
PRYCO
Increase efficiency, decrease cost.
PRYCO
Increase efficiency, decrease cost.
Engineering, Project Management and Quantity Surveying Services

ENCORE
MEDICAL REJUVENATION

ADVANCED ANTI-AGING & SKIN CLINIC

Botox/Dysport • Fillers
Laser Hair Removal • Hydrafacial
Skin Treatments & More!

780-443-9019
encoremedicalrejuvenation.com

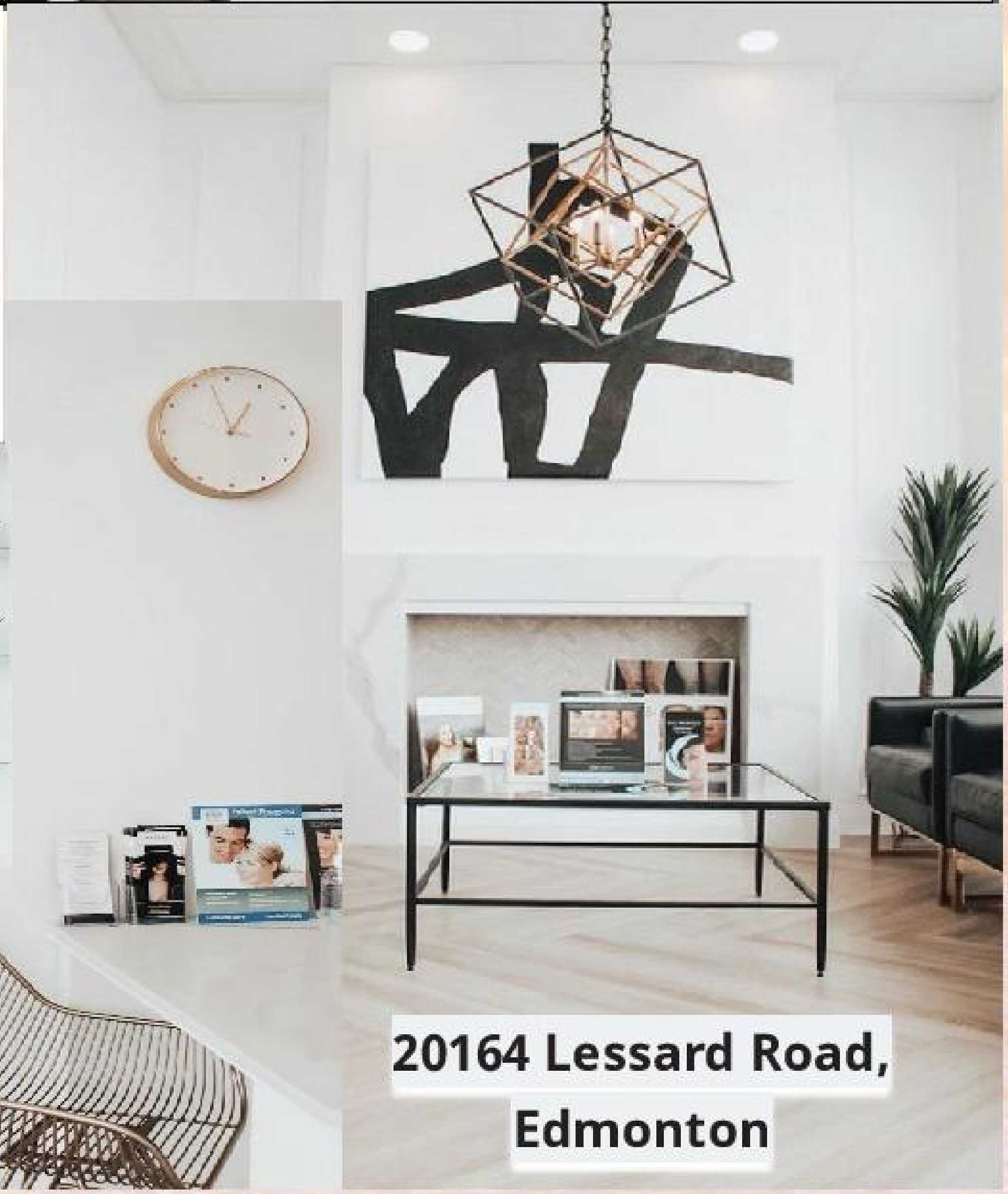

20164 Lessard Road, Edmonton

DIPESH C MISTRY
Barrister & Solicitor
PROUDLY SERVING THE BENGALI COMMUNITY
CALL US: 780.461.3224
LEGAL SERVICES
REAL ESTATE PURCHASE
REAL ESTATE SALE
MORTGAGE FINANCING
WILLS & ESTATES
IMMIGRATION APPLICATIONS
IMMIGRATION APPEAL
INCORPORATION & CONTRACTS
DISPUTE RESOLUTION
NOTARY SERVICES
SERVING EDMONTON & SURROUNDING AREAS FOR OVER 15 YEARS.
AVAILABLE FOR WEEKEND & EVENING APPOINTMENTS
CONTACT US TODAY!
ADDRESS
Office Suite, 3103-89 Street NW
Edmonton, Alberta
T6K 2Z1
Office: 780.461.3224
Cell: 780-721-9833
Fax: 780-462-0213
dipesh@dcm-law.ca
www.dcm-law.ca

$$ SAVE YOUR TAX $$

K.P. Accounting & Tax Services

9133 35 Ave NW, Edmonton, AB T6E 5Y1

* INDIVIDUAL TAX RETURNS
* INCORPORATION OF COMPANIES
* PAYROLL, T4'S
* CORPORATE TAX RETURNS
* TAX RETURNS FOR SELF EMPLOYED
* SMALL BUSINESS SETUP & BOOKKEEPING
* ACCOUNTING & G.S.T. RETURNS
* FINANCIAL STATEMENTS

FOR FAST REFUND USE E-FILE

KAPIL SHARMA

For appointment

Phone: (780) 469-2677 Fax: (780) 469-2026

Classified
Auto repair

YOU DRIVE IT, WE FIX IT!

LOCATED AT
3215 92 Street
Edmonton, AB
T6N 1B9

We offer a wide range of automotive maintenance, repair and clean-up services at reasonable prices and friendly customer service.

CONTACT: ASHOKA FERNANDO | 780-432-5656 | CLASSIFIEDAUTOREPAIR@GMAIL.COM

ELLERSLIE
DENTAL STUDIO

Accepting New Patients!

At Ellerslie Dental Studio our mission is to provide quality care for families throughout Edmonton. Our highly trained team provides the highest level of dedicated care with the newest technologu and a smile behind it.

SERVICES OFFERED:

- ALL GENERAL DENTISTRY SERVICES
- CLEANINGS
- PERIODONTAL DISEASE MANAGEMENT
- IV SEDATION AND NITROUS
- CHILDREN'S DENTISTRY
- BOTOX
- WISDOM TOOTH REMOVAL AND ORAL SURGERY
- SNORING AND SLEEP APNEA TREATMENT
- ORTHODONTICS AND INVISALIGN
- CROWN AND BRIDGE
- COSMETIC DENTISTRY
- PROFESSIONAL WHITENING
- LASER DENTISTRY
- IMPLANTS

780-455-7645

Call us to book an appointment or request an appointment online
www.ellersliedentalstudio.com

DR. ASHIM GOSWAMI BMEDSC, DDS

Email: contact@ellerslieds.com

CHOICE TRAVEL & TOURS

AIR TICKETS | HOTELS | HOLIDAYS | CRUISE | TRAVEL INSURANCE

Call: (780) 438-1070

9256-34 Ave, Edmonton, AB

- INTERNATIONAL AIR TICKETS
- DOMESTIC AIR TICKETS
- VACATION PACKAGES
- HOTEL BOOKING
- TRAVEL INSURANCE
- CRUISE PACKAGES

Kamal Khinda

Vikas Kapoor

Edmonton's best travel agency offers travel deals for flights, cruises, vacations, hotels, insurance & more for nearly 20 years! With skilled and experienced travel agents to serve our customers better and fulfill your travel plans. Let us help you make your dreams come true within your budget! We have been providing people with the best travel deals to different communities for over 20 years. We have established and maintained good relations with our customers. Customer satisfaction is our most important goal. Dreaming of going on a honeymoon, vacation, business trip? Call and speak to one of our top travel agents today who will be pleased to assist you.

WHOLESALE/RETAIL EAST INDIAN GROCERY, BEEF, GOAT, LAMB & CHICKEN

MILLWOODS GROCERY & HALAL MEAT INC.

9232 34 Ave NW, Edmonton, AB T6E 5P2

Phone: (780) 485-3504 | Fax: (780) 485-3502

Fish: Hilsa, Rohu, Boal, Katla and many more types available at unbeatable prices! Contact: Khawaja, Abdur-Rahmin

PIZZA 786

Located Inside: Millwoods Grocery Halal Meats

Phone: (780) 485-3510

Sun ! Mon "11:00 am ! 7:00 pm"
Wed ! Sat "11:00 am ! 8:00 pm"
Tue 'Closed"

THE ROYAL PALACE

WEDDING PARTIES BIRTHDAYS FESTIVALS MEETINGS

PH: 780 395 0395 RAJA NAGPAL: 780 850 9899

4960 93 AVE NW, EDMONTON, AB T6B 2L6

ROYAL SWEETS & RESTAURANT

PH: 780 606 6666

royalsweetsandrestaurant.com

5065 22 Ave SW, Edmonton, AB T6X 1A4

ROYAL BISTRO

PH: 780 850 9899

royal-bistro.ca

9995 178 St NW, Edmonton, AB T5T 6H4

MANOHAR VELAYUTHAM

Associate (World Financial Group)

Office: 780-757-6162
Cell: 780-554-9149
Fax: 780-757-6169
Email: mvelayutham355bbc@wfgmail.ca

-: PROUDLY SERVING THE BENGALI & OTHER INDIAN COMMUNITIES:-

Services Offered:

- **Savings & Retirement**
- **Whole / Universal Life Insurance**
- **Term Insurance**
- **Critical Illness / Disability Insurance**
- **Canadian Will Preparation**
- **RESP / RRSP / TFSA**
- **Visitor/Super Visa / Travel insurance**
- **Mortgage / Home Financing**

Appointments available for weekends & evenings as well

** There is a growing need for ambitious leaders. World Financial Group is looking for individuals who wish to start their career in Financial Industry as a Part-Time / Full-Time **

WFG ™

Trusted Accounting
& Tax Services Inc.
Want to save Taxes?
If you answered "YES"
We are your solution
Services we provide
• Complete bookkeeping & accounting
• Payroll services, source deductions & T4's
• Business loan and finance
• Personal Tax Returns (T1)
• Corporate Tax Returns (T2)
• GST returns
• Small business setup advisor
• Assistance in new company incorporation
• Much More
LET OUR 20+ YEARS OF EXPERIENCE & EXPERTISE SOLVE YOUR PROBLEMS.
CALL US:
780-217-1717
2814 Calgary Trail NW Edmonton, AB T6J 6V7
www.trustedaccounting.ca

PARHAR SHARMA & PAWAN DENTAL GROUP

Dr. Jatinder Parhar
Dr. Gaurav Sharma
Dr. Pawan Nyachhyon
Dr. Ahmed Zafar
Dr. Amrit Gill

(780) 450-6200

Millwoods Office
4222 66 Street NW
Edmonton, AB
T6K 4A2

North Office
Unit-6, 12981 50 Street
Edmonton, AB
T5A 3P3

DTown Dental
10607 – 109 Street
Edmonton; AB
T5H 3B5

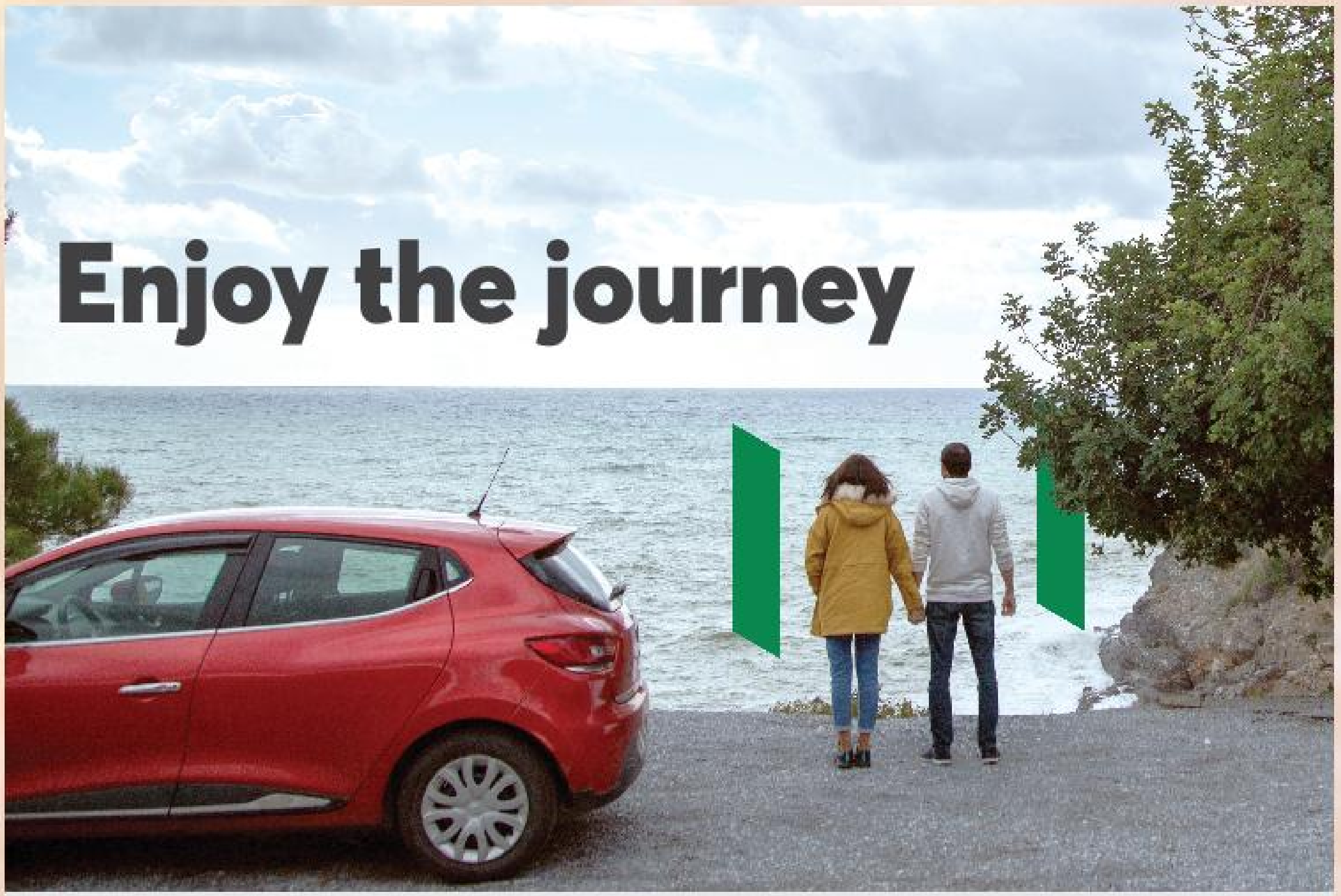

I'll take care of the rest

I'm here to take the guesswork out of finding the right auto insurance for your unique needs.

Contact me for a quote today.

Stop in, call or click.

Kishore Chowdhury, Agent
124-270 Baseline Rd
Sherwood Park AB T8H 1R4
780-449-7224
www.sherwoodparkinsurance.com

Desjardins
Insurance

Desjardins Insurance refers to Certas Home and Auto Insurance Company, underwriter of automobile and property insurance or Desjardins Financial Security Life Assurance Company, underwriter of life insurance and living benefits products.

Desjardins, Desjardins Insurance and related trademarks are trademarks of the Fédération des caisses Desjardins du Québec, used under licence.

DURGA PUJA GREETINGS & BEST WISHES

29.Sep.1953 – 17.Jan.2013

IN LOVING MEMORY OF MY BELOVED WIFE

Pompy Majumder

A BELOVED WIFE, MOTHER AND GRANDMOTHER

From

Mukul (Bobon) Majumder & Family,

Raju (son), Tui (daughter), Zeena (daughter-in-law)

Rehann and Aryan (grandsons)

Dignity™ MEMORIAL

Hainstock's Funeral Home & Crematorium

Honouring Memories... Celebrating Lives

9810 – 34 Avenue

Edmonton, Alberta T6E 6L1

780-440-2999

www.hainstockedmonton.com

As Dignity Memorial providers, we offer a variety of choices for your final needs. Serving all faiths and cultures in your community.

- National Transferability of Prearranged Services
- Estate Fraud Protection
- 24-hour Compassion Helipline
- Acclaimed Grief Management Library

A Division of Service Corporation International (canada) ULC

Smith & Wight
OPTICIANS

Glasses, Contacts, Eye Exams

(780) 450-3808

ZEISS

HAUSER ORTHOTICS
a foot support system

HAUSER ORTHOTICS LTD
West Edmonton Mall
8882 – 170 Street NW
Edmonton, Alberta T5T 3J7
1987, PHASE 1

Contact
INGRID MONTANARI
Tel: (780) 413-1712
Email: hauserortho2015@gmail.com

HOURS

Monday:	10:00 a.m. - 6:00 p.m.
Tuesday:	10:00 a.m. - 6:00 p.m.
Wednesday:	10:00 a.m. - 6:00 p.m.
Thursday:	10:00 a.m. - 6:00 p.m.
Friday:	10:00 a.m. - 7:00 p.m.
Saturday:	10:00 a.m. - 7:00 p.m.
Sunday/Holiday:	12:00 a.m. - 5:00 p.m.

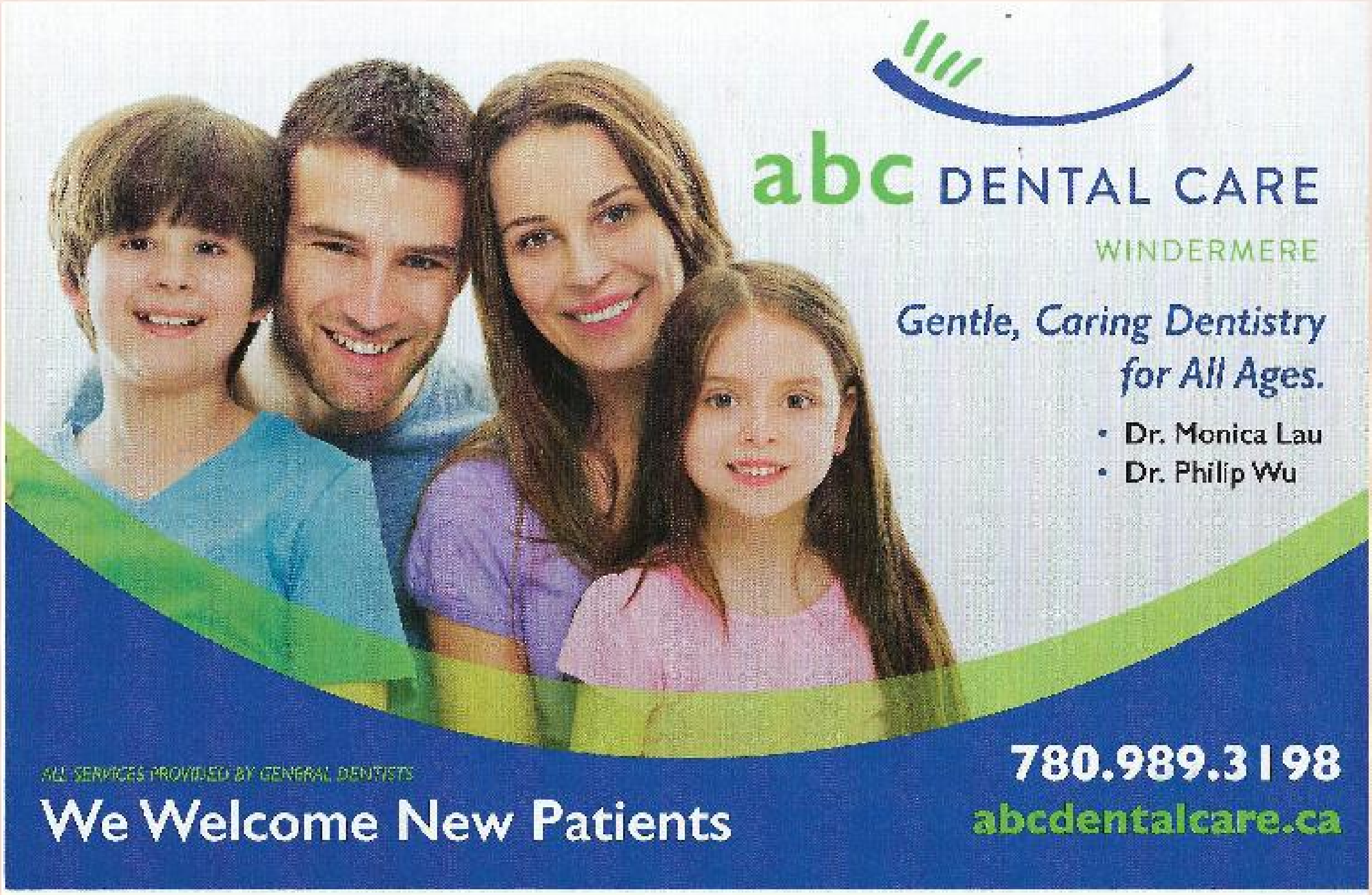
abc DENTAL CARE
WINDERMERE
Gentle, Caring Dentistry for All Ages.
• Dr. Monica Lau
• Dr. Philip Wu
ALL SERVICES PROVIDED BY GENERAL DENTISTS
We Welcome New Patients
780.989.3198
abcdentalcare.ca

PUNJAB
JEWELLERS
PUNJAB
JEWELLERS
Finest Jewellery Collections
Awesome products for the dynamic urban lifestyle
Amit Kanwar
Owner | Diamond Specialist
Madhu Kanwar
Owner | Gold Specialist
9352 34 Ave NW, Edmonton, AB T6E 5X8
Phone: (780) 465-3052 | Text: (587) 415-7617
info@thepunjabjewellers.ca
www.thepunjabjewellers.ca

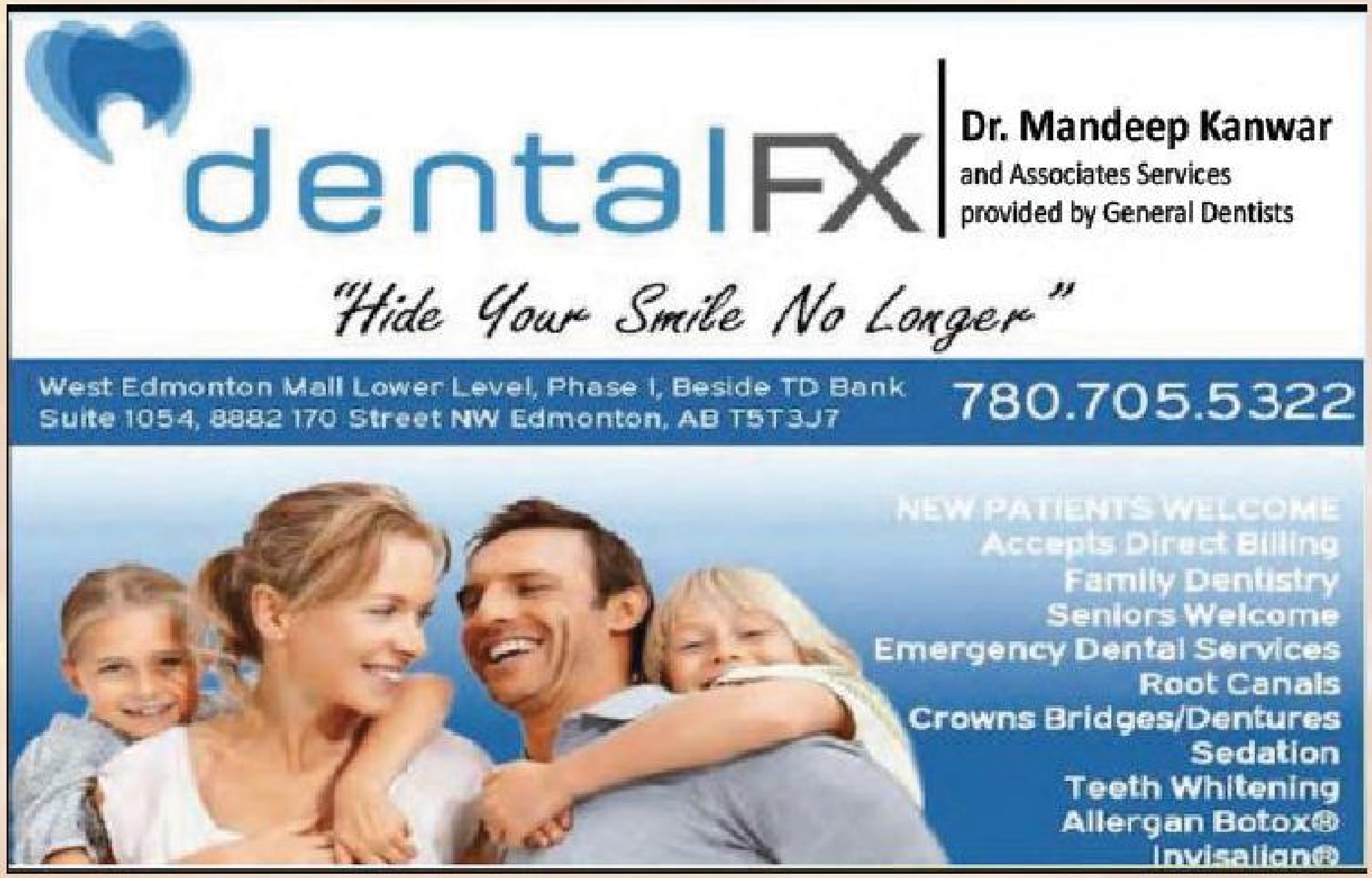
dentalFX
Dr. Mandeep Kanwar
and Associates Services
provided by General Dentists
"Hide Your Smile No Longer"
West Edmonton Mall Lower Level, Phase I, Beside TD Bank
Suite 1054, 8882 170 Street NW Edmonton, AB T5T3J7
780.705.5322
NEW PATIENTS WELCOME
Accepts Direct Billing
Family Dentistry
Seniors Welcome
Emergency Dental Services
Root Canals
Crowns Bridges/Dentures
Sedation
Teeth Whitening
Allergan Botox®
Invisalign®

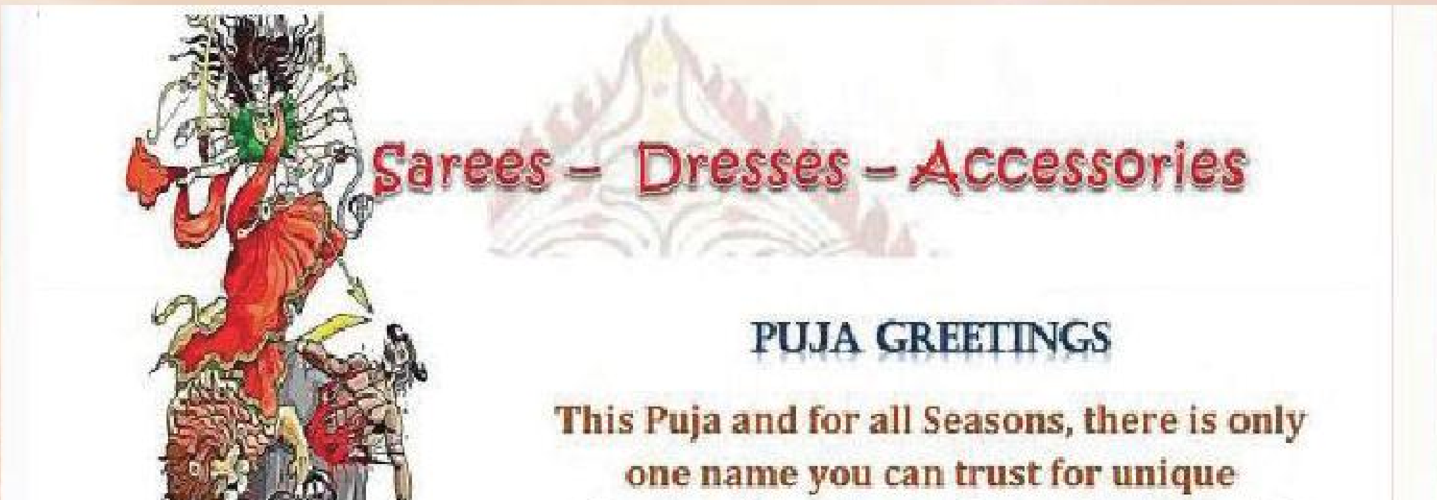
Sarees – Dresses – Accessories
PUJA GREETINGS
This Puja and for all Seasons, there is only one name you can trust for unique selection, friendly service and unbeatable price.
mantra
780-934-7265 runu@shaw.ca
facebook

Love your smile!
INVISALIGN
& ORTHODONTICS
780-466-9866
HARVEST
POINTE
DENTAL
5019 Ellerslie Rd SW
"Creating beautiful smiles for healthy lifestyles"
We Offer:
•Cosmetic family dentistry
•Braces & Invisalign
•Crowns, Bridges & Porcelain Veneers
•Dentures
•TMJ treatment & Mouthguards
•Teeth Cleaning & Gum Disease Prevention
•Fillings, Sealants &Root Canal
•Teeth bonding
•Extractions & wisdom teeth removal
•Teeth Whitening
•Oral Cancer screening
HARVEST POINTE DENTAL
PH NUM: 780-466-9866
OUR HOURS
Monday: 9:00 a.m. - 7:00 p.m.
Tuesday: 9:00 a.m. - 7:00 p.m.
Wednesday: 9:00 a.m. - 7:00 p.m.
Thursday: 9:00 a.m. - 7:00 p.m.
Friday: 9:00 a.m. - 4:00 p.m.
Saturday: 9:00 a.m. - 4:00 p.m.

Millet
PHARMACY
Proud to be your local Pharmacy
Tired of waiting around to get your prescriptions filled?
Here we are!
Pharmacy Open
7 Days
a Week!
Our Front Store Items have the BEST PRICES in Town!
Millet
PHARMACY
4818 - 50th Street, Millet, AB T0C 1Z0
Phone: (780) 393-0066 | Fax: (780) 393-0067
Email: milletpharmacy@gmail.com
• We offer FREE Prescription Delivery!
• Blood pressure monitoring device is FREE for eligible patients.
• First 100 patients would get 35% OFF.
Talk to our pharmacists.
Pharmacy Services:
Open Every Day
Blister Packaging
Vaccines & Health Consultations
Medication Reviews
Talk to our Pharmacist today to learn more!
Follow us on Facebook!
facebook.com/MilletPharmacy.AB
$10 OFF

LOOKING FOR FINANCIAL CONSULTANT...?
HOW TO CREATE WEALTH FOR YOU AND YOUR FAMILY ?
DO YOU WANT TO KNOW MORE ABOUT SAVING TAXES ?
HOW YOU CAN USE CORPORATE FUNDS IN TAX PREFERRED WAY?
DO YOU WANT TO BUILD YOUR OWN COMPANY ?
SUDIP SINGHA
780-729-1315
We welcome individuals who wish to start their career on a part/full time basis
TO KNOW MORE ,CONTACT SUDIP
OFFICE : 6952 ROPER ROAD NW ,EDMONTON, AB T6B3H9

CN Tax & Accounting
Maximum Tax Refund
Best Business of 2021
ThreeBest Rated
Excellence
Specialized in Personal Tax
Business Tax
Tax Saving Planning
780-289-3870
Trusted Accounting Firm

KRISHTI - Bengali Cultural Society of Edmonton

Members' List

Last Name	First Name	Address	City; Province	Postal Code	Phone Number
Appukuttan	Santosh & Haripriya	3939 Kennedy Cresecent	Edmonton; AB	T6W 1A5	(780) 758-1789
Bagchi	Satarupa	#208, 290 Plamondon Drive	Fort McMurray; AB	T9K 0A5	(780) 880-4121
Bairagi	Proshad Krishna	109 Silstone Place	Fort McMurray; AB	T9K 0W4	(780) 881-8644
Banerjee	Amit & Sanghmitra	947 Burrows Crescent	Edmonton; AB	T6R 2L3	(780) 486-6465
Banerjee	Nabarun & Sabari	9175 Edgebrook Drive	Calgary; AB	T3A 5T5	(780) 249-2502
Banerjee	Poulomi	3527 Clayton Crescent SW	Edmonton; AB	T6W 0Z6	(403) 596-1056
Banerjee	Rudra Prasanna		Seattle, USA		(206) 571-7116
Banerjee	Sandeep & Urmidola Raye	#211, 3340 - 72 Avenue	Edmonton; AB	T9V 3R4	(780) 872-2562
Banik	Ashok	442 - 200 Richard Street	Fort McMurray; AB	T9H 5H6	(780) 880-0558
Bardhan	Nivedita & Himangshu Bhaumick	#1107, 99 Spruce Place SW	Calgary; AB	T3C 3X7	(647) 929-5496
Basu	Atanu & Urmila	1543 Cunningham Cape SW	Edmonton; AB	T6W 0Y3	(780) 448-1296
Basu	Kalyan & Basabi	3327 - 24 Avenue	Edmonton; AB	T6T 1Y6	(780) 463-8918
Basu	Somnath & Munmun	28 Auburn Bay Avenue SE	Calgary; AB	T3M 0K7	(403) 726-0977
Basuray	Hemanta & Sumita	#57, 603 Youville Drive East NW	Edmonton; AB	T6L 6V8	(780) 461-9612
Bhattacharjee	Sandhya	#210, 625 Leger Way NW	Edmonton; AB	T6R 0W4	(780) 988-8565
Bhattacharya	Amit	11323 University Avenue	Edmonton; AB	T6J 1Y8	(587) 501-8048
Bhattacharya	Apratim & Bratati	2036 Graydon Hill Crescent SW	Edmonton; AB	T6W 4C5	(780) 802-9065
Bhattacharya	Siddharta & Priyam	#710, 9918 - 101 Street NW	Edmonton; AB	T5K 2L1	(403) 671-0160
Bhattacharya	Sandip & Moumita	9504 - 212 Street	Edmonton; AB	T5T 4R3	(587) 335-9661
Bhattacherjee	Abhishek & Tanushree Ghosh	#302, 9911 - 85 Avenue	Edmonton; AB	T6E 2J7	(780) 862-1033
Bhaumik	Gautam & Madhuri Patra	1532 - 33B Street	Edmonton; AB	T6T 0X6	(780) 394-4601
Bhaumik	Suvomoy & Gargi	175 Killdeer Way	Fort McMurray; AB	T9K 0R1	(780) 790-0245
Bhowmick	Arun & Tanwi Sarkar	635 - 177 Street SW	Edmonton; AB	T6W 2L7	(780) 439-8592
Bhowmick	Bipul & Smriti Barman	124 Heron Place	Fort McMurray; AB	T9K 0P7	(587) 646-0397
Bhowmick	Snehasish & Sapna	#13, 313 Millennium Drive	Fort McMurray; AB	T9K 0M2	(306) 515-3603
Biswas	Partha & Purobi Chowdhury	287 Allard Blvd	Edmonton; AB	T6W 3H5	(587) 520-5623
Biswas	Piyali & Prabhu	522 - 173A Street SW	Edmonton; AB	T6W 2A5	(587) 521-2866
Biswas	Siddharta & Benazir Alam	#804, 8715 - 104 Street	Edmonton; AB	T6E 4G7	(778) 931-0786
Bose	Rajdeep & Nibedita	#10, 7289 South Terwillegar Drive	Edmonton; AB	T6R 0N5	(780) 249-2030
Bose	Robin & Tulu	#10, 264 J.W. Mann Drive	Fort McMurray; AB	T9H 5J5	(587) 574-8713
Chakraborty	Anirban & Roshni	107 Street, 83 Avenue	Edmonton; AB	T6E 2E4	(780) 729 8442
Chakraborty	Rayan & Subarnarekha	11228 - 87 Street NW	Edmonton; AB	T5B 3L6	(780) 690-2087
Chakravorty	Kartik & Banashri	#309, 13111 - 140 Avenue	Edmonton; AB	T6V 0B1	(204) 951-7497
Chakravorty	Samar	607 Cheritan Crescent NW	Edmonton; AB	T6R 2N3	(780) 430-1456
Chakravorty	Subrata	7307 May Common NW	Edmonton; AB	T6R 0V7	(587) 520-8585
Chatterjee	Sudin & Munia	544 Heritage Drive	Fort McMurray; AB	T9K 2W8	(587) 644-2557
Choubay	Ashim & Bandana	204C Sandpiper Road	Fort McMurray; AB	T9X 0V4	(416) 729-6580
Choudhury	Birendra & Ellora	11535 - 14 Avenue	Edmonton; AB	T6J 7A8	(780) 433-2486
Chowdhury	Anupan & Soma	#13, 7604 - 29 Avenue NW	Edmonton; AB	T6K 3Z2	(780) 465-2164
Chowdhury	Ashimabha & Shipra	6830 Speaker Vista	Edmonton; AB	T6R 0N9	(780) 432-4829
Chowdhury	Bappi & Baichi Chaki	#104, 10715 - 84 Avenue NW	Edmonton; AB	T6E 2H8	(587) 357-3006
Chowdhury	Kishore & Sabita	611 Howatt Drive SW	Edmonton; AB	T6W 2T6	(780) 293-1513
Chowdhury	Saleheen Nazrana	3304 - 26 Avenue	Edmonton; AB	T6T 1P9	(780) 288-0817
Chowdhury	Ranjan & Runu	5620 Lancing Road	Richmond; BC	V7C 3A1	(780) 932-7265
Chowdhury	Ricky & Shana	5620 Lancing Road	Richmond; BC	V7C 3A1	(780) 953-2365
Chowdhury	Tapan & Nila	#610, 2504 - 109 Street NW	Edmonton; AB	T6J 2H3	(780) 238-1764
Das	Abhishek & Trina	#2416, 10020 - 103 Avenue, NW	Edmonton; AB	T5J 0G8	(587) 334-4899
Das	Aninda	9746 - 86 Avenue	Edmonton; AB	T6E 2L4	(780) 297-1650
Das	Atanu & Papia	#1205, 2914 - 109 Street NW	Edmonton; AB	T6J 7E8	(780) 437-8052

KRISHTI - Bengali Cultural Society of Edmonton

Members' List

Last Name	First Name	Address	City; Province	Postal Code	Phone Number
Das	Dayal	11326 - 31A Avenue NW	Edmonton; AB	T6J 3T9	(780) 964-4665
Das	Debarsi	#1904, 10388 - 105 Street NW	Edmonton; AB	T5J 0C2	
Das	Indrajit & Pampa Bhaumik	169 Panatella Circle NW	Edmonton; AB	T3K 5Y2	(587) 436-8857
Das	Jayeeta & Andy Martens	#410, 1238 Windermere Way SW	Edmonton; AB	T6W 2J3	(780) 905-2172
Das	Mrinal & Saswati	871 Blacklock Way SW	Edmonton; AB	T6W 1C4	(780) 435-7638
Das	Partha & Santa	1613 Wates Close SW	Edmonton; AB	T6W 0X5	(780) 995-6002
Das	Rajiv & Moushumi Indu	2308 Martell Lane NW	Edmonton; AB	T6R 0C8	(780) 757-5220
Das	Rony & Snighda Madhru	#803, 10615 - 47 Avenue NW	Edmonton; AB	T6H 0B2	(604) 838-2063
Das	Sohini & Shamik Bhattacharjee	2705 - 105A Street NW	Edmonton; AB	T6J 4A3	(780) 807 6622
Das	Shibashis	7910 - 110 Street NW	Edmonton; AB	T6G 1G4	(780) 709-4084
Das	Tonmoy & Sharmi Biswas	816 - 179 Street SW	Edmonton; AB	T6W 2S7	(780) 989-9191
Das	Subrata & Somdatta Biswas	8614 - 157 Street NW	Edmonton; AB	T5R 2A5	(780) 719-0312
Das	Susen & Simita Biswas	#208, 10620 - 42 Avenue NW	Edmonton; AB	T6J 2W6	(780) 886-1823
Das	Urmila & Monica	1865 - 104A Street NW	Edmonton; AB	T6J 5C1	(780) 438-9153
DasChoudhury	Jonmejoy & Odittee	912 - 177 Street SW	Edmonton; AB	T6W 2X2	(780) 862-6014
Dasgupta	Prabhakar & Mitali	1022 McKinney Green NW	Edmonton; AB	T6R 3S4	(780) 436-7739
Dasgupta	Sabuj	#2005, 11020 - 53 Avenue NW	Fort McMurray; AB	T6H 0S4	(250) 896-4659
Dasgupta	Sikha	#112, 155 Royal Road	Edmonton; AB	T6J 2E9	(780) 434-3099
Dasmohapatra	Dilip & Sanjukta	3444 - 110 Street NW	Edmonton; AB	T6J 2V7	(780) 436-7242
Datta	Ayan & Kasturi	17344 - 6 Avenue SW	Edmonton; AB	T6W 2A7	(587) 523-1899
Datta	Sobhan & Shipra	6101 N Sheridan Road	Chicago; IL (USA)	60660	(773) 524-4952
De	Shubha & Alison Clifford	10514 - 139 Street NW	Edmonton; AB	T5N 2K7	(780)-991-2098
Deb	Pranab & Happy De	21 Mistysugar Trail	Vaughan; ON	L4J 8R5	(780) 399-5684
Debnath	Subrata & Champakali	#65, 313 Millennium Drive	Fort McMurray; AB	T9K 0M2	(780) 531-0075
Debnath	Uttam	#1202, 10020 - 103 Avenue NW	Edmonton; AB	T5J 0G8	(587) 568-2312
Debnath	Bimol	5410 - 47A Avenue	Wetaskiwin; AB	T9A 0L9	(403) 872-8677
Debnath	Rupak & Chitrita Roy	#2, 5024 - 50 Avenue	Redwater; AB	T0A 2W0	(780) 807-3351
Dey	Dipanjan	8523 - 106A Street NW	Edmonton; AB	T6E 4J8	(780) 863-8411
Dey	Aloke & Sumatee	122 Twin Brooks Cove	Edmonton; AB	T6J 6T1	(780) 761-6151
Dey	Prabir & Heera	2453 Hagen Way NW	Edmonton; AB	T6R 3L5	(780) 405-3157
Dey	Sreepati & Dipti	#402, 1350 Windermere Way SW	Edmonton; AB	T6W 2J3	(780) 217-2500
Dhar	Bipro & Bipasha Choudhury	9656 - 81 Avenue NW	Edmonton; AB	T6C 0X7	(587) 936-4570
Dhar	Dibyendu & Upasana Singh	#39, 215 Saddleback Road NW	Edmonton; AB	T6J 5T6	(587) 708-3159
Dhar	Mousum & Simril Sharmi	#201, 9710 - 82 Avenue NW	Edmonton; AB	T6E 1Y5	(306) 850-1120
Dutta	Samrat & Taniya	1419 - 104 Street NW	Edmonton; AB	T6J 5T2	(780) 669-8577
Gazi	S. K. Timothy	9820 - 104 Street NW	Edmonton; AB	T5K 0Z1	(587) 785-2260
Ghatak	Titas & Payel Kanjilal	#19, 2503 - 24 Street NW	Edmonton; AB	T6T 0B5	(780) 984-1917
Ghosh	Mahua & Omar Rahman	11813 - 71A Avenue NW	Edmonton; AB	T6G 2W5	(780) 752-6190
Ghosh	Dipanjan & Proma	3574 Mclean Crescent SW	Edmonton; AB	T6W 1M4	(780) 342-6272
Ghosh	Subhadip & Mohua Podder	#32, 11111 - 26 Avenue NW	Edmonton; AB	T6J 5M7	(780) 665-4170
Ghosh	Shubhashis & Lovely Dutta	8649 Sloane Court NW	Edmonton; AB	T6R 0K9	(780) 988-0378
Ghosh	Shyam & Carol Ann	701 Revell Crescent NW	Edmonton; AB	T6R 2G1	(780) 430-1419
Ghosh	Soumya & Sukanya	217 Cybecker Blvd NW	Edmonton; AB	T5Y 3R8	(587) 336-3362
Giri	Abhishek & Tanima	10A, 17720 - 81 Avenue NW	Edmonton; AB	T5T 1M1	(587) 921-8396
Halder	Pradip & Tumpa	167 Killdeer Way	Fort McMurray; AB	T9K 0R1	(780) 370-2878
Halder	Probuddho & Nibedita	#203, 4604 - 106A Street NW	Edmonton; AB	T6H 5J1	(780) 860-7834
Halder	Rajkumar & Shanta Chakravorty	271 Killdeer Way	Fort McMurray; AB	T9K 0R3	(780) 804-1294
Hazra	Mohadeb & Anamika	27 Summer Court Road	Sherwood Park; AB	T8H 2V8	(587) 745-0803
Howlader	Sanjib & Soumi Sikder	3967 Ginsburg Crescent NW	Edmonton; AB	T5T 4V1	(780) 669-9346

KRISHTI - Bengali Cultural Society of Edmonton

Members' List

Last Name	First Name	Address	City; Province	Postal Code	Phone Number
Jena	Moni & Sunita Ghosh	852 - 112A Street	Edmonton; AB	T6J 6W2	(780) 634-8500
Jha	Apurva & Richa	7815 - 21 Avenue	Edmonton; AB	T6K 2K8	(780) 466-2475
Karmakar	Jaideep & Tania	#18, 193 O'Coffey Crescent	Fort McMurray; AB	T9K 0B7	(780) 790-0993
Khan	Jehangir & Shakila	504 Hunters Way NW	Edmonton; AB	T6R 2W1	(780) 970-8616
Kundu	Joy & Sutirna Pal	#313, 103 Ambleside Drive SE	Edmonton; AB	T6W 0J4	(587) 710-0954
Kundu	Joydeb & Juthika	1273 Daniels Crescent SW	Edmonton; AB	T6W 3J1	(780) 200-2226
Kunjar	Promode & Mala	225, 1008 Rosenthal Blvd NW	Edmonton; AB	T5T 7J4	(587) 597 1281
Laha	Dulal & Sneegdha	540 Leger Way	Edmonton; AB	T6R 3T5	(780) 432-0801
Maiti	Samarendra & Srabani	1828 - 104 Street NW	Edmonton; AB	T6J 5G7	(780) 463-5927
Maiti	Rajarshi & Somdatta	3416 - 110 Street NW	Edmonton; AB	T6J 2V7	(780) 752-9639
Maitra	Margaret	131 Osland Drive	Edmonton; AB	T6R 2A2	(780) 988-5825
Maitra	Samar & Purnima	1208 Haliburton Close	Edmonton; AB	T6R 2Z8	(780) 430-9111
Maity	Gour & Kalpana	#429, 5151 Windermere Blvd SW	Edmonton; AB	T6W 2K4	(780) 469-5450
Maity	Supriya & Matthew Ress	38, 51222 RR 260 Parkland County	Spruce Grove; AB	T7Y 1B1	(613) 292-3808
Maity	Susanta & Sarmistha	#35, 1033 Youville Drive West NW	Edmonton; AB	T6L 6V9	(780) 707-5023
Mahajan	Sorabh & Baidehi Pradhan	3850 Powell Wynd SW	Edmonton; AB	T6W 2V4	(403) 400-3005
Majumdar	Ajoy & Sarbani	8074 Shaske Drive	Edmonton; AB	T6R 3W1	(780) 432-0787
Majumdar	Jaydip & Ananya	#114, 2504 - 109 Street NW	Edmonton; AB	T6J 2H3	(403) 708-5687
Majumder	Madhurima	11134 - 72 Avenue NW	Edmonton; AB	T6G 0B2	(780) 221-2273
Majumder	Mukul	#504, 600 Rexdale Blvd	Toronto; ON	M9W 6T4	(647) 298-7258
Majumder	Nihar Ranjan & Kalyani Sutradhar	#215, 5610 - 11 Avenue	Edson; AB	T7E 1R1	(604) 209-7312
Mandal	Mrinal & Rupasri	1316 Adamson Drive SW	Edmonton; AB	T6W 2N8	(780) 437-3554
Mandal	Pradip & Ila	119 Pew Lane	Fort McMurray; AB	T9K 0A8	(780) 880-9419
Mani	Girindra & Shampa Paul	1428 Hodgson Way	Edmonton; AB	T6R 3P8	(780) 604-0277
Manohar	Avi & Manali Banerjee	#327, 304 Ambleside Link SW	Edmonton; AB	T6W 0V2	(780) 965-0943
Mondal	Prosanto & Krishna	412 - 16527 Stony Plain Road	Edmonton; AB	T5P 4E7	(780) 934-9195
Mishra	Abinash & Meena	1211 - 110A Street	Edmonton; AB	T6J 6N6	(780) 435-7103
Mistry	Dipesh	3103 - 89 Street NW	Edmonton; AB	T6K 2Z1	(780) 721-9833
Mitra	Arunava	10412 - 20 Avenue NW	Edmonton; AB	T6J 5A2	(780) 655-6376
Mukherjee	Debarsree	6830 Speaker Vista	Edmonton; AB	T6R 0N9	(780) 806-1851
Mukherjee	Subhro & Sikha		Edmonton; AB		(780) 710-0457
Mukherjee	Sudip & Kakoli	#3, 193 O'Coffey Crescent	Fort McMurray; AB	T9K 0B7	(780) 881-4046
Naz	Samina	1928 Tomlinson Crescent NW	Edmonton; AB	T6R 2T5	(780) 964-5701
PalChowdhury	Sauparna & Mohona Bose	810 - 10001 Bellamy Hill NW	Edmonton; AB	T5J 3B6	(604) 809-7967
Pandey	Sushanta & Sikha	11404 - 15 Avenue SW	Edmonton; AB	T6W 0Z8	(587) 634-3688
Paul	Ganesh & Rikta	3612 - 119 Street NW	Edmonton; AB	T6S 2X6	(780) 752-4441
Paul	Rahul & Arpita	#206, 243 Gregoire Drive	Fort McMurray; AB	T9H 4G7	(819) 329-5696
Paul	Simanta & Sarani	#3, 10548 - 83 Avenue NW	Edmonton; AB	T6E 2C9	(852) 993-9229
Parai	Sushil & Mira	23 Archer Drive	Red Deer; AB	T4R 2V1	(403) 989-1888
Quadery	Imran & Nazia Ahsan	7 High Ridge Crescent	Sherwood Park; AB	T8A 5E6	(403) 708-2621
Rahman	Ataur & Yasmin	1113 Carter Crest Road	Edmonton; AB	T6R 2N2	(780) 729-7325
Rahman	Kazi Sadiquar	14124 - 72 Street	Edmonton; AB	T5C 0R6	(780) 200-5563
Ray	Ashis & Sima	71, 10550 Ellerslie Road SW	Edmonton; AB	T6W 0T2	(780) 232-5113
Ray	Sumit	604 Burgess Close	Edmonton; AB	T6R 1Z7	(780) 991-6473
Ray	Suparna	604 Burgess Close	Edmonton; AB	T6R 1Z7	(780) 991-6473
Roy	Abhijit & Malobika Das	7720 Ellesmere Lane	Sherwood Park; AB	T8H 0P7	(780) 938-0570
Roy	Bimal & Chamali Das	1821 Rutherford Road SW	Edmonton; AB	T6W 0Z8	(825) 510-5114
Roy	Narendra & Shikha	2806 Terwillegar Wynd NW	Edmonton; AB	T6R 3R8	(780) 466-2113
Roy	Partha Pratim & Kohinoor Dev	7239 - 190A Street NW	Edmonton; AB	T5T 5S9	(587) 372-8857

KRISHTI - Bengali Cultural Society of Edmonton

Members' List

Last Name	First Name	Address	City, Province	Postal Code	Phone Number
Roy	Prabal & Sheuly	127 Killdeer Way	Fort McMurray; AB	T9K 0P8	(780) 215-6393
Roy	Saktinil & Tania	52 Desmarais Crescent	St. Albert; AB	T8N 5Y7	(780) 669-9579
Roy	Sankha & Tapasi	15804 - 13 Avenue SW	Edmonton; AB	T6W 2N5	(780) 431-9213
Roy	Sourav	1022 - 70 Avenue NW	Edmonton; AB	T6H 2G5	(587) 224-9899
Roy Choudhury	Kumarjit & Sneha	#1101, 4440 - 106 Street NW	Edmonton; AB	T6H 4X1	(226) 934-3411
Roy Chowdhury	Komolendhu & Toposree	1415 - 158 Street SW	Edmonton; AB	T6W 3E6	(587) 521-7855
Roy Chowdhury	Rajib	128 Sandpiper Road	Fort McMurray; AB	T9K 0L9	(587) 645-9977
Roy Chowdhury	Kaustuv	457 Hunters Green NW	Edmonton; AB	T6R 3C3	(780) 271-1067
Rozario	Sanjoy & Rupa	#29, 1033 Youville Drive NW	Edmonton; AB	T6L 6V9	(780) 297-4022
Saha	Amit	#202, 3915 - 107 Street NW	Edmonton; AB	T6J 2N7	(587) 645-9977
Saha	Ananda & Milasree	1804 Adamson Point	Edmonton; AB	T6W 2N7	(780) 433-9584
Saha	Anirban & Malabika Das	#803, 10615 - 47 Avenue	Edmonton; AB	T6H 0B2	(587) 921-8069
Saha	Aniruddha & Suma	#109, 12025 - 25 Avenue	Edmonton; AB	T6J 4G6	(587) 707-7394
Saha	Arunangsu & Hemlata Pandey	1617 Davidson Green SW	Edmonton; AB	T6W 3H9	(780) 756-7836
Saha	Bishwanath & Mithila	11606 - 18A Avenue SW	Edmonton; AB	T6W 2E5	(780) 705-2795
Saha	Samiran & Soumi	#608, 8535 Clearwater Drive	Fort McMurray; AB	T9H 0B7	(780) 804-3550
Saha	Sathi	#66, 3075 Trelle Crescent	Edmonton; AB	T6R 3V5	(780) 239-3942
Samanta	Malay & Bishnupriya	15848 - 13 Avenue SW	Edmonton; AB	T6W 2N5	(780) 439-1505
Sarkar	Partha & Ratna	1019 Blackburn Close	Edmonton; AB	T6W 1C3	(780) 435-6883
Sarkar	Ashish & Tripti	1830 Town Center Blvd	Edmonton; AB	T6R 3B7	(780) 243-3103
Sarkar	Shubhra	755 Burton Crescent NW	Edmonton; AB	T6R 2J3	(780) 437-9822
Sarkar	Subol & Sharmistha	120 Heron Place	Fort McMurray; AB	T9K 0P7	(780) 748-4723
Sarker	Pijush & Rachana	908 Lamb Crescent NW	Edmonton; AB	T6R 2X8	(780) 988-8766
Sasmal	Uttara	438 Twin Brooks Crescent	Edmonton; AB	T6J 6W7	(780) 434-5882
Sen	Anjan & Smriti Bose	3703 Alexander Crescent SW	Edmonton; AB	T6W 0W7	(780) 435-9435
Sen	Joy & Prativa Banik	1428 Hodgson Way	Edmonton; AB	T6R 3P8	(780) 708-7244
Sen	Pintu & Trina Roy	#906, 50 Brentwood Common NW	Calgary; AB	T2L 2M4	(780) 881-8833
Sewalt	Chris & Labonneau	#411, 2903 Rabbit Hill Road	Edmonton; AB	T6R 3A3	(780) 409-8453
Shahoo	Mita	45 Allsop Drive	Red Deer; AB	T4R 2V2	(403) 340-0244
Sharma	Suvra	9424 - 174 Street NW	Edmonton; AB	T5T 3C7	(780) 489-0553
Sikder	Rajib & Santa Saha	8657 Sloane Court NW	Edmonton; AB	T6R 0K9	(780) 394-6038
Singha	Sudip & Hena	10219 - 162 Street NW	Edmonton; AB	T5P 3L8	(780) 729-1315
Swatiprabha	Aneeka	7305 - 112 Avenue NW	Edmonton; AB	T5B 0E2	(780) 722-5012
Talukdar	Chandan & Baishakhi	171 Mayfair Mews	Edmonton; AB	T5E 5R7	(780) 289-3870
Upadhyay	Sanjay & Moumita	1353 Cunningham Drive SW	Edmonton; AB	T6W 2R6	(780) 884-2381
Velayutham	Manohar & Munmun	435 Windermere Road NW	Edmonton; AB	T6W 0T3	(780) 431-0262

WALL OF DONORS

Bipasha & Bipro

Bishnupriya & Malay

Carol & Shyam

Dipti & Sreepati

Ellora & Biren

Gargi & Suvomoy

Hena & Sudip

Kakoli & Sudip

Kalpana & Gour

Kalyani & Nihar

Lovely & Shubhashis

Malobika & Abhijit

WALL OF DONORS

Meena & Abinash

Milasree & Ananda

Mitali & Prabhakar

Moumita & Sanjay

Moushumi & Rajiv

Mukul Majumder

Munmun & Manohar

Nila & Tapan

Purnima & Samar

Ratna & Partha

Runu & Ranjan

Rupasri & Mrinal

WALL OF DONORS

Samar & Ramendra

Sanghmitra & Amit

Santa & Rajib

Shana & RIcky

Sharmi & Tonmoy

Shikha & Narendra

Shikha & Sushanta

Shipra & Ashimabha

Sima & Ashis

Smriti & Anjan

Smriti & Bipul

Sneegdha & Dulal

WALL OF DONORS

Somdatta & Subrata

Soumi & Sanjib

Srabani & Samarendra

Suma & Anirudhha

Sunita & Moni

Tania & Saktinil

Taniya & Samrat

Tanwi & Arun

Toposree & Komolendhu

Tripti & Ashis

Yasmin & Ataur

Zabrina & Tirthankar

YOUR HOME YOUR DESIGN

SERVING EDMONTON AND SURROUNDING AREAS

BUILD YOUR DREAMS WITH US

Build your custom home with the highest level of quality and finishes with Maxworth Signature Homes, where we pride ourselves on high levels of customer service and satisfaction.

We have lots available to build your single family home, duplexes or town-homes in Orchards, SW Edmonton, Les Ceils in Beaumont, and Windsor Pointe in Fort Saskatchewan.

We also build bigger custom homes in Windermere, Keswick, Sherwood Golf Course, South Fort Estate Fort Saskatchewan and Beaumont.

For all your custom build needs, please contact us at ***587-498-9947.***

Big or small, we build it all.

FOR MORE INFORMATION

www.maxworthhomes.com

Sales Manager: 780.722.2257

Site Manager: 780.914.7000

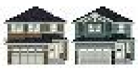

GEMINI

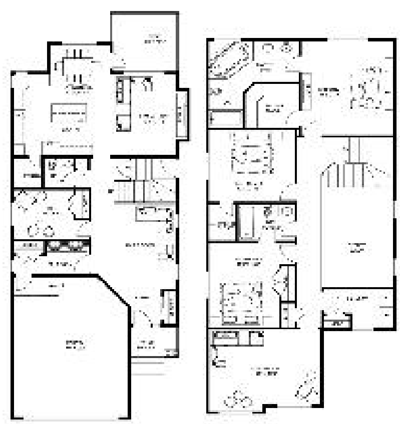

MAXWORTH Signature HOMES

turn key

REAL ESTATE GROUP

RICKY CHOWDHURY
780 953 2365

We are your full service real estate partners helping you buy, sell and manage your real estate investments. We promise honesty, integrity and results that move you.

BUYING

SELLING

MANAGING

EDMONTON

CENTURY 21.
All Stars Realty Ltd.

VANCOUVER

CENTURY 21.
In Town Realty

Address
312 Saddleback Rd NW,
Edmonton, AB T6J 4R7

Email Us
ricky@turnkey.today

turnkey.today